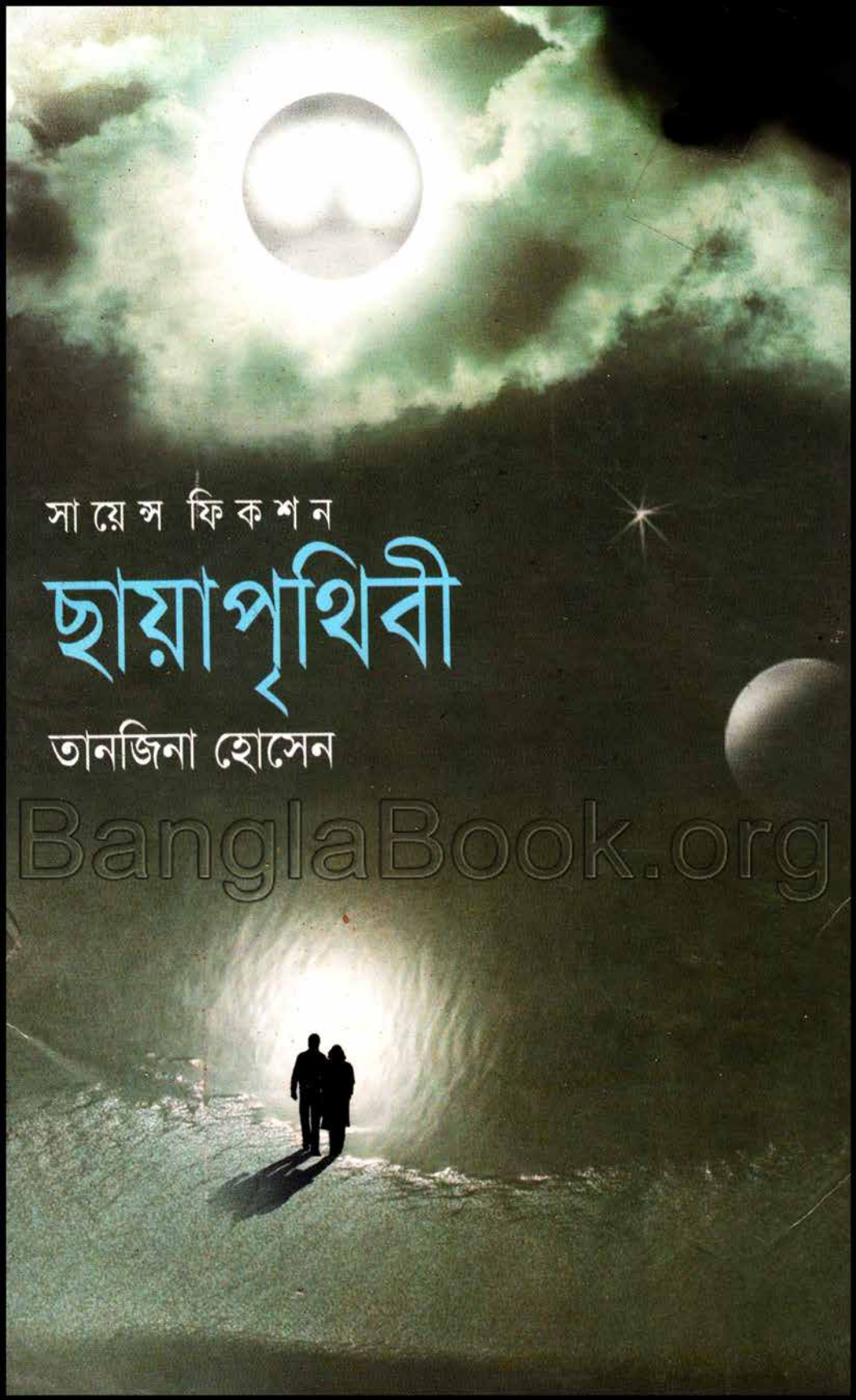
সায়েন্স ফিকশন
ছায়াপৃথিবী
তানজিনা হোসেন
BanglaBook.org

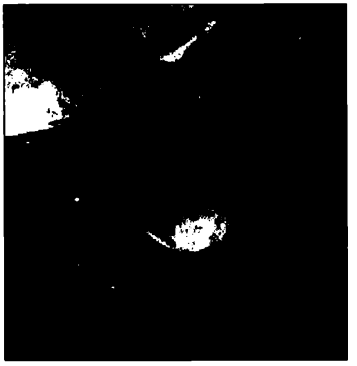

সায়েন্স ফিকশন

ছায়াপৃথিবী

তানজিনা হোসেন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

সময় প্রকাশন

ছায়াপৃথিবী
তানজিনা হোসেন
© লেখক

সময়
সময় ৪০৬
প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০০৩

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
সালমানী প্রিন্টার্স, নয়াবাজার, ঢাকা

মূল্য : ৬০.০০ টাকা মাত্র

CHAYAPRITHIBI a Scientific Story by Tanjina Hossain. First Published : Bookfair 2003 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka.

Website www.somoy.com Email somoy@somoy.com

Price : Tk. 60.00 Only

ISBN 984-458-406-X

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উৎসর্গ

ও যদি ঘুমোয় ঘুমোক না অক্লেশে
ভালোবাসি ছাড়া কী-বা ছিল বলবার!
[শঙ্খ ঘোষ]
–নাহিদ ও দীনা-কে

সূ চি প ত্র

ছায়াপৃথিবী ১১
স্মৃতি-বিস্মৃতির আড়ালে ২০
জিন সারাই ২৮
স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন এবং ঘুম ৩৮
কোমা ৪৭
চাঁদ ডুবে চলে গেলে ৫৪
দেবশিশু ৬৩

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

এখনো সায়েন্স ফিকশন পাঠ আমাকে রূপকথার মতোই আনন্দ দেয়। এ-ও এক কুহেলিকাময় ছায়াপৃথিবী, রূপকথার জগতের মতোই, যে পৃথিবী আমাদের চেনাজানা আর অভিজ্ঞতার বাইরের হলেও খুব কাছের, খুব আপন। অথচ সায়েন্স ফিকশন লিখতে গিয়ে টের পেয়েছি বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তর্ক আর তত্ত্ব-প্রমাণর জাল থেকে কল্পনার প্রজাপতিগুলোকে ছাড়িয়ে এনে উড়িয়ে দেয়াটা কত কঠিন! কেন যেন আমাদের সায়েন্স ফিকশন পাঠকদের কাছে যৌক্তিকতা আর বিশ্বাসযোগ্যতার মূল্য একটু বেশি! তবু কিছু সংখ্যক পাঠকের ভালোবাসা আমার সায়েন্স ফিকশন লেখার ঝোঁকটাকে বারবার এমন করে উস্‌কে দেয়। বইমেলা, ২০০০ এ প্রকাশিত প্রথম সায়েন্স ফিকশন রচনা 'আকাশ কত দূর' পড়ে যারা উৎসাহ যুগিয়েছেন, পাঠক এবং লেখক উভয় সমাজের, তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়ে চলেছেন বন্ধু ও স্বজনেরা। ধ্রুব এষ কেন যে আমার জন্য এত করেন তা-ও কখনো ভেবে পাই নি। এক অসম্ভব হাঙ্গামা আর ঝুট ঝামেলাপূর্ণ সময়ে এই বইয়ের অধিকাংশ গল্পগুলি লেখা, পরিবারের সদস্যরা অবিচল থেকেছেন তখন লেখালেখিতে আমাকে একটু সময় ও নির্জনতা দিতে। আর এই বইটির প্রতিটি শব্দ ও অক্ষরের প্রতি যার আগ্রহ ও মমতা আমার চাইতেও কয়েকগুণ বেশি তাকে ধন্যবাদ জানানোর কোন অর্থই হয় না।

তানজিনা হোসেন

ছায়াপৃথিবী

এ আকাশের রঙ একবারে রুপালি। চকলেটের রাংতার মতো। চকচকে। এ আকাশে কোনো তারা নেই। একটা চাঁদ আছে। ষড়ভুজ। রঙ খয়েরি। চাঁদ না হয়ে অবশ্য সূর্যও হতে পারে।

এতক্ষণ যেটাকে সে একটা দেয়াল ভেবেছিল এখন দেখছে ওটা আসলে দেয়াল নয়। কারণ সে হাত রাখতেই হাতের নিচে গলে যেতে থাকে ওটা। আঙুলগুলো দেবে যেতে থাকে ওর ভেতর। ওটা আসলে দেয়াল নয়, দেয়ালের ছায়া। বুঝতে পারে সে।

এখানে ছায়ার রঙ আলোর মতো। আর আলোর রঙ কালো। একটা পাখি একটু আগেই ওর ওপর ছায়া ফেলে উড়ে গেছে মাথার ওপর দিয়ে। সেই ছায়ায় ছাদের একটা অংশ আলোকিত হয়ে উঠলে সে হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেল।

'তারপর আপনি নিজেকে আবিষ্কার করলেন বাড়ির ছাদে?' ইউনা জিজ্ঞেস করে। জিজ্ঞেস করার ভঙ্গিতে একটা নিশ্চয়তা আছে। কোনো বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলে যেমন হয়।

'হ্যাঁ। দেখলাম আমি ছাদে। শুয়ে আছি। কীভাবে গেলাম জানি না।' উত্তর দিলো রায়ান।

ইউনা এতক্ষণ টেবিলের ওপর কলমটা ঠুকঠুক করছিল। ওটা রেখে এবার সোজা হয়ে বসল, 'ব্যাপারটা খুব সিম্পল রায়ান সাহেব। আপনি স্লিপ-ওয়াকিংয়ের কথা শোনেননি? অনেকেরই হয়। মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা দুই ভাগ ঘুমের মধ্যে হাঁটে।'

ইউনা কলম-প্যাড টেনে নিয়ে খসখস করে লিখতে শুরু করে দিলো। সঙ্গে একের পর এক প্রশ্ন, রাতে ভালো ঘুম হয় আপনার?

হয়।

খেতে অরুচি? বদহজম?

না।

BanglaBook.org

দুঃস্বপ্ন দেখেন?

রায়ান উত্তর দিলো না। ফলে ইউনা কাগজ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রায়ানের ওপর ফেলতে বাধ্য হলো। তার চশমার পেছনের প্রশ্নবোধক দৃষ্টির উত্তরে রায়ান বলল, ঠিক দুঃস্বপ্ন নয়।

'তাহলে সুন্দর স্বপ্ন দেখেন?' এই প্রথম মেয়েটার ঠোঁটে একটা স্মিত হাসি দেখা গেল।

না। ঠিক স্বপ্ন নয়।

তবে কী?

'সেটা একটা অদ্ভুত অন্যরকম পৃথিবী। আমি তার নাম দিয়েছি ছায়াপৃথিবী। স্বপ্ন নয়, ভীষণ বাস্তব।' রায়ান প্রবল উৎসাহে বলতে শুরু করলে ইউনা ভ্রূ কুঁচকে তাকে থামিয়ে দেয়।

আপনি কী করেন?

হঠাৎ বাধা পেয়ে প্রথমে একটু দমে যায় রায়ান। তারপর সামলে নিয়ে উত্তর দেয়, আমি একজন ভাস্কর।

'ও।' ইউনাকে আবার আত্মবিশ্বাসী দেখায়। যেন সমস্যাটা এবার নিশ্চিত ধরে ফেলেছে। শিল্পী। কল্পনা। রোমান্টিকতা। বেশ। আবার সে লেখায় মনোযোগ দেয়। লেখা শেষ হলে মুখ তোলে। 'দুটো ওষুধ দিলাম। ঘুমোবার আগে একটু হাঁটাহাঁটি করবেন। রিল্যাক্স করবেন। ছাদের দরজা, রান্নাঘরের দরজা আর বাইরের গেট ভালো করে বন্ধ করে তবেই ঘুমোতে যাবেন। অবশ্য স্লিপ-ওয়াকারদের কোঅর্ডিনেশন এমনিতে ভালো। তবু সাবধান থাকতে তো অসুবিধে নেই।'

রায়ানের ঘরে সবকিছু এলোমেলো। পাথর, মাটি, রঙ, ছুরি, ছেনি এখানে ওখানে পড়ে আছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা পাখির অসমাপ্ত ফিগার। ডানা মেলে এক্ষুনি উড়াল দেবে। পাখিটার ছায়া পড়েছে দেয়ালের ওপর। রায়ান অনেকক্ষণ সেই ছায়ার দিকে চেয়ে থাকে।

এ পৃথিবীতে বস্তুর ছায়া দ্বিমাত্রিক। ছায়ার প্রস্থ নেই, বেধ নেই, গভীরতা নেই। এই পৃথিবীতে ছায়া একটি স্পর্শাতীত বিষয়। কিন্তু যে পৃথিবী নিজেই দ্বিমাত্রিক? স্পর্শাতীত?

রায়ান স্যান্ডেল পায়ে গলিতে বেরিয়ে পড়ে। গলিটা পেরিয়ে একটা ফোন-ফ্যাক্সের দোকান। একজন মধ্যবয়সী লোক কথা বলছেন সেখানে। রায়ান খালি চেয়ারটাতে বসে।

'রায়ান ভাই, ভালো আছেন?' দোকানের ছেলেটার কথার উত্তরে সে একটা হাসিও ফেরত দেয়।

হ্যাঁ, জগলু। তুমি ভালো?

BanglaBook.org

রায়ান ভাই, আমার নাম বজলু।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বজলু, বজলু।

মধ্যবয়সী লোকটার কথা শেষ হচ্ছে না। 'আরে কই তো, হ্যায় য্যান আমার কতা খুব হোনে। গেল হপ্তা একবারও বাড়িতে আহে নাই। পরশু আইসা কয়ডা টেকা দিয়া সারাদিন ঘুমাইল। জিগাই, এই কয়দিন কই আছিলি। কয়, গেছিলাম জাহান্নাম। তুমি হুইনা কী করবা।'

রায়ান ভাই কি কিছু খাবেন, ঠাণ্ডা? বজলু বলে।

না জগলু। তুমি কি আমাকে ভালো একটা তালা এনে দিতে পারবে? মজবুত দেখে?

পারব না কেন? আজকেই এনে দিব। ইয়ে, রায়ান ভাই, আপনারে যে বলছিলাম একটা ছবির কথা, সেইটা একটু ভাইবেন।

আচ্ছা। রায়ানের এ সংক্রান্ত কিছু মনে না পড়লেও সায় দিয়ে ফেলে। লোকটা এখনো ফোন ছাড়ছে না। 'দোয়া কইরো বুজছো? মাইয়াডারে নিয়া বড় দুশ্চিন্তা। একদিন বাইরাইয়া যাইব, আর ফিরব না। তখন? তখন আমাগোর কী অইব? না খাইয়া হগলতে মরতে অইব। আইচ্ছা রাখি।'

লোকটা চলে গেলে রায়ান নম্বর টিপে। সোমাই ধরে ওদিকে। 'হ্যালো সোমা?'

সোমা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারে না। তারপর চিৎকার করে ওঠে, রায়ান, তুই! তুই আমাকে ফোন করলি? কী অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

আমি তোর কোনো খোঁজ নিই না সোমা। কিছু মনে করিস না।

না রে। কিছু মনে করি না। আমি জানি আমার ভাইটা এমনই। তোর কাছে এসব আশাই করি না। তুই কেমন আছিস, বল।

সোমা, তুই কি এখনো ছোটবেলার মতো ঘুমের মধ্যে কথা বলিস?

নাহ্, এখন আর বলি না। বিয়ের পর প্রথম প্রথম বলতাম। শুভ ঘুমাতে পারত না। একদিন ঘুমের মধ্যে এত জোরে ওর হাত চেপে ধরেছিলাম যে বেচারার হাতে নখের দাগ বসে গেছিল। কেন রে, এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছিস?

না, এমনি। আচ্ছা সোমা, রাখি। সোমা কিছু বলার আগেই ফোন রেখে দিলো রায়ান। তারপর পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে আবার নতুন নম্বর টিপল। মোবাইল।

হ্যালো। টেলিফোনের গলায় মেয়েটার কঠিন ভাব ঠিক ততটা ধরা পড়ে না।

আমি রায়ান।

রায়ান কে?

আপনার চেম্বারে গিয়েছিলাম, আজ বিকেলে।

ও। স্লিপ-ওয়াকার। কী ব্যাপার?

BanglaBook.org

একটা কথা বলা হয়নি। ঘুমের মধ্যে অ্যাকটিভিটি আমাদের পরিবারে অনেকেরই ছিল। আমার বোন ঘুমের মধ্যে এত কথা বলত যে আমরা কেউ ঘুমাতে পারতাম না।

'রায়ান সাহেব।' ইউনার গলা ভীষণ ঠাণ্ডা শোনায়। 'এটা খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আর একটা কথা। কোনো সমস্যার ব্যাপারে এভাবে সরাসরি আমাকে মোবাইলে ফোন করবেন না। প্রয়োজন হলে চেম্বারে চলে আসবেন। বুঝেছেন?'

ইউনা লাইনটা কেটে দেয়। রায়ান টাকা মিটিয়ে বেরিয়ে আসে। বজলু পেছন থেকে ডাকে, রায়ান ভাই, তালা আনাবেন বলছিলেন।

না থাক। পরে আনাব।

ঘরে ফিরে আসে রায়ান। পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে একটা হলুদ হয়ে যাওয়া খাতা বের করে। সবুর চাচার ছবি আঁকার খাতা। পাতায় পাতায় স্কেচ। রায়ান ছেলেবেলায় বুঝত না, কিন্তু এখন বোঝে সবুর চাচার মধ্যে সহজাত একটা শিল্পীপ্রতিভা ছিল। সবুর চাচা তাকে ছেলেবেলায় ছবি আঁকতে শিখিয়েছিল। সবুর চাচা লোকটার সঙ্গে ওদের সরাসরি কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না। তিনি ওদের বাড়িতে আশ্রিত ছিলেন। কোথাও তার যাবার জায়গা ছিল না। কোনো আত্মীয়স্বজনও ছিল কিনা কে জানে। মায়ের সঙ্গে তিনি কখনো কথা বলতেন না। মাও তাকে কিছু বলতে হলে রায়ান বা সোমার মাধ্যমে বলতেন। তবে বাবা সবুর চাচাকে খুব পছন্দ করতেন। তাই সবুর চাচা যখন বাবার গলা টিপে ধরেছিলেন বাবা তখন অবিশ্বাসভরা চোখে ভীষণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিলেন। সেই অবাক দৃষ্টি মৃত্যুর পরেও তার চোখে লেগেছিল।

পাখির ডানা ঝটপটানির আওয়াজে রায়ানের ঘুম ভেঙে গেল। পানির নিচের দৃশ্যের মতো চারদিক থিরথির করে কাঁপছে। অনেকগুলো পাখির ছায়া উড়ে যাচ্ছে সার্চলাইটের মতো আলো ফেলে ফেলে।

আকাশে আজ দুটো চাঁদ। একটা খয়েরি, আরেকটা সবুজ। কিন্তু অন্ধকারে কোনোটারই রঙ ভালোমতো দেখা যাচ্ছে না। রায়ান কী ভেবে নিজের হাত দুটোর দিকে তাকাল। হাত দুটোকেও ছায়ার মতোই দেখাচ্ছে। দুই হাত এক করতে গিয়ে দেখল একটি হাত অন্যটির ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। কেউ কাউকে ছুঁতে পারছে না।

'রায়ান সাহেব। স্লিপ-ওয়াকার। চিনতে পেরেছি।' ইউনার হাসিটা পুরোপুরি পেশাদার, রায়ান ভাবে। 'বলুন, আবার কী সমস্যা হলো?'

'না। নতুন কোনো সমস্যা নেই।' রায়ান বলে।

তাহলে?

আপনার সঙ্গে গল্প করতে এলাম।

BanglaBook.org

ইউনার হাসি হাসি চেহারাটা মুছে গিয়ে কঠিন একটা চেহারা বেরিয়ে পড়ে। 'আপনার কি ধারণা আমি এখানে লোকের সঙ্গে গল্প করতে বসি?' চিবিয়ে চিবিয়ে বলে সে।

'আপনার কনসালটেশন ফিটা বাইরে দিয়ে এসেছি।' লোকটার স্পর্ধায় ইউনা হতভম্ব হয়ে পড়ে। একটু হেসে রায়ান আবার বলে, 'আচ্ছা আপনি কি সেই গল্পটা জানেন? এক দেশে ছিল এক রানী। আর তার ছিল একটা জাদুর আয়না। আয়নাটা কথা বলতে পারত। রোজ সকালে আয়নাটাকে রানী জিজ্ঞেস করত, আয়না, আয়না, বলো তো এই জগতে সবচেয়ে সুন্দরী কে?'

ইউনা শীতল গলায় প্রশ্ন করল, 'রায়ান সাহেব, একটা সত্যি কথা বলবেন?'

নিশ্চয়ই বলব। আপনিই।

কী?

ওই যে। রানীর প্রশ্নের উত্তরটা।

আপনি কি নেশাটেশা করেন? এলএসডি জাতীয় কিছু?

না।

আপনার সমস্যাটা কি দয়া করে খুলে বলবেন?

কাল আবার গিয়েছিলাম সেখানে।

কোথায়?

ছায়াপৃথিবীতে। ডক্টর ইউনা, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আমাদের এই জগতের বাইরেও কোনো জগৎ আছে?

থাকতে পারে। অন্য কোনো গ্রহে, বা অন্য কোনো ছায়াপথে। আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। কিন্তু যেহেতু সে ব্যাপারে আমার ভালো জানা নেই, তাই সে নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথাও নেই। কিন্তু রায়ান সাহেব, একটা অবজেক্টের পক্ষে কি একই সঙ্গে দুটি ভিন্ন মাত্রার জগতে অবস্থান করা সম্ভব?

না। সম্ভব নয়।

তাহলে?

তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, চলে যাব।

মানে?

এর পরের বার যখন যাব, আর ফিরে আসব না।

ইউনা কিছুক্ষণ রায়ানের দিকে তাকিয়ে রইল। যতটা সে ভেবেছিল কেসটা তার চাইতে অনেক বেশি জটিল। সে নরম গলায় বলল, 'সেদিন আপনি আপনার পরিবারের কথা কী যেন বলছিলেন?'

সবুর চাচাও ঘুমের মধ্যে হাঁটতেন।

এসব ব্যাপার বংশানুক্রমিক হওয়াটা খুব স্বাভাবিক।

BanglaBook.org

সবুর চাচা আমাদের ফ্যামিলির কেউ ছিলেন না।

ও।

'সবুর চাচা একদিন ঘুমের মধ্যে হেঁটে গিয়ে আমার বাবাকে গলা টিপে মেরে ফেললেন।' ইউনা চুপ করে রইল। রায়ান বলছে, 'সকালে ঘুম ভেঙে যখন সবুর চাচা বুঝতে পারলেন তিনি কী করেছেন তখন খুব কাঁদতে লাগলেন। কারণ বাবা তাকে খুব ভালোবাসতেন।'

আর আপনার মা?

মা তাকে দেখতে পারতেন না। তার সঙ্গে কথাও বলতেন না। শুধু সেদিনই বলেছিলেন। তার জমানো সব টাকা চাচার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, তুমি এখান থেকে চলে যাও। আর কোনোদিন এসো না।

তারপর?

সবুর চাচা হারিয়ে গেলেন।

ইউনা খুব সাবধানে বলল, আপনার বোনকে একদিন নিয়ে আসবেন তো।

রায়ান হাসল, আচ্ছা। আপনি পুরো ব্যাপারটা ভ্যারিফাই করতে চান তো? সব সত্যি। আমি সত্যি কথা বলি। রানীর আয়নার মতো। আজ উঠি ডক্টর। বাইরে আপনার অনেক রোগী।

এখানে সকাল হওয়া মানে আসলে অন্ধকার নামা। কেননা সূর্য যে আলো দেয় তার রঙ ঘন কালো। রায়ানের দৃঢ় বিশ্বাস দেয়ালটা কোনোমতে পেরোতে পারলেই ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু দেয়ালে তার হাত-পা-শরীর গলে প্রায় ঢুকে যেতে বসলেও শেষ মুহূর্তে কেন যেন সে কখনোই ওটা পেরোতে পারে না। কোথাও একটা পথ নিশ্চয়ই আছে।

'রায়ান ভাই, আপনের ভইন আসছিল।' বজলু দোকান থেকে ডাকল।

কখন?

দুফুরে। আপনেরে ফোন করতে বলছে।

রায়ান দোকানে ঢোকে। আজ একজন মহিলা কথা বলছেন। 'শোন। টাকাটার কথা কাউকে বলিস না। মাকেও না। মা জিজ্ঞেস করলে বলবি বন্ধুর কাছ থেকে ধার নিয়েছিস, পরে ফেরত দিবি। নারে। আমার কোনো অসুবিধা হবে না। তোর দুলাভাইকে বলব, মাসের বাজার করতে যাচ্ছিলাম, ছিনতাইকারী ধরেছিল। এখন রাখি। ওর আবার অফিস থেকে ফেরার সময় হলো।'

রায়ান নম্বর টিপল। 'হ্যালো।'

হ্যালো রুনু? তোর ওখানে গিয়েছিলাম আজ।

কেন?

সোমা কিছু না বলে কাঁদতে থাকল। রায়ান ফোন ধরে দাঁড়িয়ে থাকল বিব্রত হয়ে।

BanglaBook.org

শুভ আজ ঝগড়ার মাথায় খুব খারাপ একটা কথা বলেছে। বলেছে আমাদের নাকি জন্মেরই কোনো ঠিক নেই। আমরা নাকি একটা খুনির ছেলেমেয়ে। রাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছি আর ফিরব না।

চলে গেলি কেন তাহলে? দোকানে একটু বসতি।

নাহ্, ভাবলাম, ফিরেই যাই। রাগের মাথায় বলেছে তো। শোন রুনু, তোকে নিয়ে একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। একটু সাবধানে থাকিস।

কী? কবে যাচ্ছেন ছায়াপৃথিবীতে? ইউনা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল।

একটা ছোট সমস্যার জন্য যেতে পারছি না।

কী সমস্যা?

অন্য কাউকে সেখানে নেয়া সম্ভব কিনা ভাবছি।

কাকে নেবেন?

আপনি যাবেন?

ইউনা চমকাল না। সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল, আপনার ছায়াপৃথিবীতে আবার বই-টই নেই তো? ছেলেবেলায় সবসময় ভাবতাম এমন একটা দেশে চলে যাব যেখানে কোনো বই নেই, পড়াশোনা নেই।

রায়ানও হাসে। 'বই আছে, কিন্তু পড়া যায় না।'

কেন?

সেখানকার বইগুলোর প্রচ্ছদ আছে, ব্যাক কভার আছে, কিন্তু ওগুলোর ভেতর বলে কিছু নেই। দ্বিমাত্রিক বই যে।

ইউনা হেসে ফেলল ওর কথা শুনে। হাসি শেষ হলে রায়ান বলল, আমার বোনকে যে নিয়ে আসতে বলেছিলেন, ওকে বলেছি। একদিন নিয়ে আসব। ভাবছি ওকেও নিয়ে যাব সেখানে।

কেন?

এখানে ওর কেউ নেই। আমি চলে গেলে একেবারে একা হয়ে যাবে।

আপনি কীভাবে যাবেন সেখানে?

একটা দেয়াল আছে। ওটা কীভাবে পেরোতে হয় আমি জেনে গেছি।

ইউনা এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলল, রায়ান, আপনাকে নিয়ে আমি একটা পরীক্ষা করব। দুটো ইলেকট্রোড দিয়ে আমাদের মস্তিষ্কে সংযোগ দেয়া হবে, সো দ্যাট আই ক্যান গো থ্রু ইয়োর এক্সপিরিয়েন্স। আপনি কি ইচ্ছে করলেই আপনার হ্যালুসিনেটরি জগৎটা তৈরি করতে পারেন?

রায়ান ইউনার চেয়েও গম্ভীর হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আপনি এখনো আমার কোনো কথাই বিশ্বাস করেননি।

BanglaBook.org

কে বলল করিনি? ইউনা ব্যস্ত হয়ে বলে।

ঠিক আছে। আপনিও আমার সঙ্গে যাবেন।

হ্যালো, হ্যালো। এটা কি মিসেস সোমা ইকবালের বাসা?

হ্যাঁ। আমি সোমা বলছি।

আপা, আমি বজলু, ফোনের দোকানের...

কী হয়েছে বজলু? রায়ান...রায়ানের কিছু? তাড়াতাড়ি বলো।

কাল রাতে ঘুমের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে, নাকি ইচ্ছে করেই কে জানে...

বলো। থামলে কেন?

ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে...আপা...আপনি আছেন?

হ্যাঁ, আছি।

সঙ্গে একজন মহিলাও ছিলেন। পুলিশ দুটো লাশই নিয়ে গেছে। মহিলাটি নাকি ডাক্তার। আপা, আপনি লাশ আনতে যাবেন?

সোমা ক্লান্ত গলায় বলল, না বজলু। লাশ দিয়ে কী হবে? আমার ভাইটা ছায়া হয়ে গেছে।

আকাশে দুটো চাঁদ। কী আশ্চর্য, দুটো আসলে এক। একটা আসল, আরেকটা তার ছায়া।

কোনটা আসল? কোনটা ছায়া?

যেটা তুমি বেছে নেবে।

আমি ছায়াটা চাই। তুমি?

ওহ্, কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে। আমি ছায়ার পুতুলনাচ দেখতে পাচ্ছি।

ওটা আমার স্মৃতি দেখতে পাচ্ছো ইউনা। সবুর চাচা আমাকে মেলায় পুতুলনাচ দেখাতে নিয়ে যেত। হাতের সঙ্গে সুতো বেঁধে ওপর থেকে পুতুল নাচাত। তার ছায়া পড়ত ব্যাক স্ক্রিনে।

ওটা দূর করো। চলো, আবার সেখানে ফিরে যাই।

দাঁড়াও। আমি যে একটা নীল রঙের ঘরে এক বিশাল লোকের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। এত সুন্দর ঘর। স্বপ্নের মতো। আর কী বিরাট আয়না! মনে হচ্ছে পুরো ঘরটাই আয়নার।

ওহ্, না। দূর করো, বিদায় করো এটাকে। প্লিজ। আমি সহ্য করতে পারছি না।

আমি কীভাবে দূর করব? এটা তোমার স্মৃতি ইউনা, আমার নয়।

ফর গডস সেক রায়ান, এটাকে তাড়াও।

BanglaBook.org

লোকটা, ছায়াটা...এ কী!

আমার...লোকটা, হি ওয়াজ ম্যারিড টু মাই মাদার। আমার সৎবাবা।

কাঁদছো ইউনা?

না, আমি না। সেই ছোট্ট মেয়েটা কাঁদে, বারো বছর বয়সে যে ধর্ষিত হয়েছিল। রায়ান, আমাদের স্বপ্নের জগৎটা কি হারিয়ে গেল? নিশ্চয়ই কোনো টেকনিকাল এরর হয়েছে।

স্বপ্ন? ইউ স্টিল ডু নট বিলিভ মি ইউনা?

ইয়েস ইয়েস। আই ডু। আমাদের ছায়াপৃথিবীটা কোথায় গেল?

লেটস ফিনিশ দ্য গেম ইউনা। আমার কষ্ট হচ্ছে।

না, না। প্লিজ, রায়ান। এসো, আবার চেষ্টা করি। আমাকে সেখানে নিয়ে চলো।

দাঁড়াও। সমস্ত মনোযোগ এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করো। ভুলে যাও পেছনের সবকিছু। এই তো। দেখতে পাচ্ছ, ইউনা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছি। কী সুন্দর! অপূর্ব!

এখানকার সমুদ্র দেখেছো? সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাবে কিন্তু কখনো দেখতে পাবে না। স্পর্শ নয়, এটা অনুভবের জগৎ। বোধের জগৎ।

আমরা দেয়ালটা কীভাবে পার হব?

একটা গোপন দরজা আছে। আমি জানি।

চলো তাহলে।

কিন্তু...

চলো রায়ান। আমি আর ফিরতে চাই না। ওই জগতে আমারও কেউ নেই।

তবে চলো। দেয়ালের ওপারেই আকাশ।

আমার হাত ধরো। একটু ভয় করছে।

তুমি ভুলে যাচ্ছো ইউনা। এখানে কিছু ধরা যায় না। এখানে তুমি-আমিও ছায়ামাত্র।

ঠিক আছে। আমি অনুভব করে নিচ্ছি যে তুমি আমার সঙ্গে আছ।

হ্যাঁ, আছি। এবার একটা লাফ দিতে হবে। তাহলেই আমরা দেয়ালটা পেরিয়ে যাব। ওপারেই আকাশ। রুপালি আকাশ। আসো, উড়ে যাই। একত্রে।

BanglaBook.org

স্মৃতি-বিস্মৃতির আড়ালে

'আপনি তাহলে একজন বুরাই?'

ড. শেনের সামনে বসা ছোটখাট লোকটা পর পর তিনবার মাথা নাড়ল। লোকটার উচ্চতা বড়জোর সাড়ে চার ফুট, মুখের আয়তনের তুলনায় নাকের ফুটো দুটো অস্বাভাবিক রকম বড়। চেহারা ও আচরণে কোথায় যেন একটা অস্থিরতা আছে।

ড. শেন মিস্রার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। মিস্রা কাগজ-কলম নিয়ে তৈরি।

'আপনার নাম কী?' ড. শেন প্রশ্ন শুরু করেন।

'জগরু বুরাই।' লোকটা উত্তর দেয়।

'বাবার নাম?'

'দিমরু বুরাই।'

'বাড়িতে আর কে আছে?'

'কেউ নেই, এখন কেউ নেই।' লোকটা আবার দ্রুত তালে মাথা নাড়তে শুরু করে।

'কেউ নেই কেন?'

'লাহিদা জুনাম বিরু। লাহিদা জুনাম খুরা বিরু। সবাই হারিয়ে গেছে। সব হারিয়ে গেছে। সবাই হারিয়ে, সবাই, সব...' লোকটার কথা রেকর্ডের পিনের মতো আটকে যায়।

'শুনুন।' ড. শেন ধমক দেন। 'শুনুন জগরু বুরাই, আমার কথার উত্তর দিন।'

হঠাৎ কথা থামিয়ে অবাক হয়ে লোকটা বলে, 'কে জগরু বুরাই?'

'কেন, আপনি। আপনি জগরু বুরাই নন?'

'না। জগরু বুরাই আমার ভাইয়ের নাম।'

ড. শেন বিস্ময় লুকানোর চেষ্টা করেন, 'আপনার নাম কী তাহলে?'

লোকটা চুপ করে যায়। আবার দ্রুত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে শুরু করে।

BanglaBook.org

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'মনে নেই। আমার মনে নেই। আমাদের কিছু মনে নেই। কিছু...নেই...আমার...মনে...আমাদের...'

বুরকিনা থেকে বোবো পৌঁছতে লেগেছে পুরো পাঁচদিন। বাহন প্রথমে সবজির ট্রাক, তারপর টানা গাড়ি, তারপর হাতি, সবশেষে দুটো পা।

'এখানকার সবুজের রঙ অন্যরকম। তাই না?' মিস্রা জোরে শ্বাস টেনে বলে, 'অনেক বেশি গাঢ়। আর তাজা।'

ড. শেনের কাছে অবশ্য গাছপালার রঙ সাধারণ সবুজের মতোই লাগে। কোনো ফারাক চোখে পড়ে না। বাহন হিসেবে হাতি জিনিসটা তার মোটেও পছন্দ হয়নি। হাতির গায়ের গন্ধে তার বমি পেয়ে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে সামলেছেন।

'স্যার, আপনি কি জানেন বুরাইদের এক বছরে চোদ্দটা মাস? মানে এখানে চাকরি করলে বছরে দুবার বেশি বেতন পেতাম।' মিস্রা গলা খুলে হাসতে থাকে। ড. শেন অবশ্য গম্ভীর থাকেন। এখানে আসার পর মিস্রা বেশি কথা বলছে। বোবোতে আজ রাতটা থাকতে হবে। বুরাই গ্রাম এখান থেকে আরো চার মাইল পুবে। থাকার কী ব্যবস্থা কে জানে?

এ রকম একটা জায়গায় এত সুন্দর একটা রেস্ট হাউস পাওয়া যাবে সেটা ভাবতেই পারেনি মিস্রা। গোসল সেরে কাঠের পাটাতনে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে বাইরে এসে সে রীতিমতো একটা ধাক্কা খেল। কমলা রঙের সূর্য, হলুদ আকাশ আর জঙ্গলের ঘন সবুজ মিলেমিশে তাকে পৃথিবীর সেরা চিত্রকর্মের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে রইল।

'এই অয়েন্টমেন্টটা লাগিয়ে নিও। এখানে সি সি মাছি আছে। আমি একটা একটু আগেই দেখলাম।' ড. শেনের কথায় মিস্রার ঘোর ভাঙে।

'জমহি বুরাই এখনো আসছে না কেন স্যার?'

জমহি বুরাই গেছে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে। লোকটা না আবার তাদের কথা ভুলে যায়। একটা পুরো জাতি ধীরে ধীরে সবকিছু ভুলে যাচ্ছে, ব্যাপারটা খুব আশ্চর্যের।

জমহি বুরাই অবশ্য সন্ধ্যার আগেই ফিরে এল। এক গাল হেসে বলল, 'মাদামকে একটা অদ্ভুত জিনিস খাওয়াব। স্যার তো ভেজিটেরিয়ান, তাই না?'

'কী খাওয়াবে? আর যাই হোক আমি কিন্তু মানুষ খাব না।' মিস্রা রসিকতা করার চেষ্টা করে।

মিস্রার কথায় জমহি একটু দুঃখ পেল, 'মাদাম আমাদের অসভ্য ভাবছেন। আমরা ওসব অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি।'

'আমি দুঃখিত জমহি। কথাটা আমি ঠিক মিন করতে চাইনি।'

জমহির অদ্ভুত জিনিসটা হলো এখানকার এক ধরনের ষাঁড়ের মগজ। অসম্ভব

BanglaBook.org

সুস্বাদু। মিস্রা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল। 'একটু টেস্ট করেই দেখেন স্যার। দারুণ জিনিস।'

ড. শেন একটু বিরক্তই হলেন। সবকিছুতে উচ্ছ্বসিত হওয়া মিস্রার একটা বদভ্যাসে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'শুয়ে পড়ো মিস্রা। কাল আমাদের অনেক কাজ।'

মিস্রা নীরবে আদেশ পালন করল। ড. শেন নিজের ঘরে ঢুকে ল্যাপটপটা খুললেন।

> স্মৃতি হারিয়ে ফেলার সব ধরনের কারণের মধ্যে ডিজেনারেটিভ, নিওপ্লাস্টিক এবং ট্রমাটিক কারণগুলোকে এখানে বাদ দেয়া যায়। একসঙ্গে একটা পুরো জনগোষ্ঠী এ ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে পারে না। বাকিগুলোকে আমরা সম্ভাব্যতা অনুযায়ী ক্রমানুসারে এভাবে সাজাতে পারি
> জীবাণু সংক্রমণ, যেমন সিফিলিস বা এইডস।
> ভিটামিন বি-এর অভাব, হেভি মেটাল পয়জনিং।
> জেনেটিক কোনো সমস্যা।

দূরে কোথাও কোনো জন্তুর বিকট আওয়াজে ড. শেনের মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেল। ঝিঁঝিঁপোকার একটানা আওয়াজ হঠাৎ থেমে গেছে। মিস্রা কি ভয় পাচ্ছে? ড. শেন উঠে পাশের ঘরে গেলেন। মিস্রা নেই। নিজের ঘরে ফিরে এসে পিস্তলটা হাতে নিয়ে বেরুলেন তিনি। বাইরে জ্যোৎস্না ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সবকিছু। তার ফ্যাকাশে আলোয় চারদিক রহস্যময় দেখাচ্ছে। বারান্দার ইজিচেয়ারে মিস্রা ঘুমিয়ে আছে। বুকের ওপর একটা বই। মেয়েটা বিজ্ঞানী না হয়ে কবি-টবি হতে পারত।

ড. শেন মিস্রাকে ডেকে তুললেন। 'মিস্রা, মিস্রা, ঘরে যাও। এটা তোমার স্পেন নয়। এটা আফ্রিকা।'

হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে মিস্রা বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল। 'আমরা আফ্রিকায় কেন এসেছি?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল সে।

বৃদ্ধটির চেহারা ভাবলেশহীন। দৃষ্টি দূরাগত। 'কী নাম আপনার?' মিস্রা প্রশ্ন করে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে লোকটি। 'আপনি ভালো আছেন?'

উত্তর নেই।

'আপনার বাড়ি কি এখানে?'

লোকটি নিরুত্তর।

'আপনার কেউ নেই?'

লোকটা এবার হাসতে শুরু করে। বিষণ্ন হয়ে পড়ে মিস্রা। সিরিয়াস ধরনের

BanglaBook.org

ইনটেলেকচুয়াল ইমপেয়ারমেন্ট হয়েছে এদের। কিন্তু কেন? মাত্র দেড় বছরে বুরাই গ্রামের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ অজ্ঞাত কারণে মারা গেছে। প্রথমে স্মৃতিভ্রংশ, তারপর বুদ্ধিলোপ, অবশেষে মৃত্যু। শিশু-বুড়ো, নারী-পুরুষ সবাই সমানভাবে আক্রান্ত। জমহি বুরাই পৃথিবীর একমাত্র বুরাই যে নিজের ভাষায় এখনো কথা বলতে পারে এবং অন্য বুরাইদের চিনতে পারে। তবে জমহি বুরাইয়ের অবস্থাও যে খুব ভালো তা বলা যাবে না। আজ সকালেও সে দুবার মিস্রার পরিচয় জানতে চেয়েছে।

মিস্রা রক্তের নমুনা সংগ্রহ করছে। ড. শেন একটি তরুণীর দিকে এগিয়ে গেলেন। মেয়েটি কাঠি দিয়ে মাটিতে কী যেন আঁকিবুঁকি করছিল।

'এসবের অর্থ কী?' ড. শেন জমহিকে প্রশ্ন করলেন।

'হারুলু দিখ ড়াঘ। বিসাউ হুমুলা। চিনতি কামে ক্রুপি।'

'মানে?'

'আমাদের মাথা পশুর মাথা। আমাদের রক্ত পশুর রক্ত। আমাদের শরীর পশুর শরীর।'

'মেয়েটা কে জমহি?'

'ওর নাম গুরমা বুরাই। আমাদের গুণীনের মেয়ে। ওর সঙ্গে অশুভ আত্মা থাকে।'

মিস্রা একটু রেগে গিয়ে বলল, তুমিও এসব বিশ্বাস করো জমহি? তুমি না বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছো?

জমহি একটু বিব্রত হলো, 'অশুভ আত্মা সত্যি সত্যি আছে মাদাম। আপনাদের দেশে হয়তো নেই। গুরমা বুরাই প্রথম থেকেই বলছিল আমরা পশু হয়ে যাব। ওর কথাই ঠিক হলো।'

'গুরমা কেন বলতো পশু হয়ে যাবার কথা?' মিস্রা প্রশ্ন করে।

'কারণ আমরা পশুর মগজ খাই। কিছুদিন আগেও আমরা মৃত মানুষের মগজ খেতাম।'

'বলো কী?' মিস্রা চমকে ওঠে।

'হ্যাঁ, মাদাম। বুরাইরা মরে গেলে পুড়িয়ে ফেলা হয়। খুলি ফেটে গেলে ওদের মগজটা বের করে খাওয়া হতো। তা না হলে মৃত বুরাইরা অশুভ আত্মায় পরিণত হয়ে যেত। নতুন গুণীন মানুষের মগজ খাওয়া বন্ধ করে দেয়। উৎসবে এখন আমরা ষাঁড়ের মগজ খাই।'

'তারপর?'

'অসুখটা যখন প্রথম এল, গুণীন বলল, এটা গুরমার জন্য হচ্ছে। কারণ গুরমার সঙ্গে কিছু একটা থাকে। একরাতে আমরা কয়েকজন গোপনে ঠিক করলাম পরদিন

BanglaBook.org

গুরমাকে মেরে ফেলা হবে। কথাটা জানত শুধু গুণীন, বুড়ো হাকুশ আর আমি।'

'কীভাবে মারা হবে?'

'পুড়িয়ে। অশুভ আত্মাদের যেভাবে দূর করা হয়।'

মিস্রা শিউরে ওঠে, 'তারপর?'

'পরদিন সকালে গুণীন আর বুড়ো হাকুশ সব ভুলে গেল। দুদিন পর তারা মরেও গেল। আর আমি গেলাম পালিয়ে। গুরমা কোনোভাবে সব জেনে গিয়েছিল।'

মিস্রা গুরমার রক্ত নিতে গেলে মেয়েটা হঠাৎ চিৎকার জুড়ে দিল, 'হামুদা খুরি লাই। বিরু লাখাই ক্রুপি।'

মিস্রা ভয় পেয়ে সরে এল দ্রুত, 'ও কী বলছে?'

বলছে, 'তুমিও পশু হয়ে যাবে। তোমারও রেহাই নেই।'

> প্রিয় জন। এই হলো আফ্রিকা। বুনো, খাঁটি, সরল আর সুন্দর। জমহি বুরাইয়ের মতো। জমহি বুরাইয়ের অস্তিত্বের সংকট আর টিকে থাকার প্রচণ্ড সংগ্রাম আমাকেসুদ্ধ উন্মূল করে দিচ্ছে। বিলুপ্ত হতে বসা একটা জাতির শেষ সুতো এই জমহি। গোটা জাতির সংকট সে বহন করে চলেছে একা। আমাদের কাজ ভালোই এগোচ্ছে। কতগুলো ক্লু পেয়েছি আমরা। খুব ব্যস্ত থাকি। কিন্তু অসম্ভব সুন্দর কোনো দৃশ্যের মুখোমুখি হলে ভাবি, তুমি পাশে থাকলে বেশ হতো। জানি না আবার কবে দেখা হবে। ভালো থেকো। তোমার মিস্রা।

আকাশে আজ মেঘ। মেঘ ডাকছে। হয়তো রাতে খুব বৃষ্টি হবে। হাওয়াটাও এলোমেলো।

'কী করছ জমহি?' প্রবল বাতাসের দাপট থেকে চুলগুলো সামলাতে সামলাতে মিস্রা প্রশ্ন করে। জমহি সুযোগ পেলেই কী সব যেন লিখতে বসে যায়। কোনো সময়-অসময় নেই। ক্লান্তিও নেই।

'সব ভুলে যাবার আগেই লিখে রাখছি, মাদাম। আমাদের কথা। আমাদের ভাষা, আমাদের আচার, আমাদের ধর্ম, আমাদের পোশাক। আরো কত কিছু।'

মিস্রা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'আমাদের মেয়েরা উৎসবে মুখে রঙ মাখে। আপনার কি বাচ্চা আছে মাদাম?'

'না। কেন?

'তাহলে আপনার জন্য সাদার ওপর লাল। আর যাদের বাচ্চা আছে তাদের

BanglaBook.org

লালের ওপর সাদা। আর মাথায় পালকের মুকুট। নাকে গয়না। আপনাকে খুব মানাত। আপনি খুব সুন্দর, মাদাম।'

'ধন্যবাদ, জমহি। তোমার লেখাগুলো আমাকে দিও। আমি আমার কম্পিউটারে সেভ করে রাখব। দেশে ফিরে তোমাদের সংস্কৃতির কথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেব।'

ড. শেন ভেতর থেকে ডাকছেন, 'মিস্রা, মিস্রা।'

মিস্রা কথা বন্ধ করে ভেতরে গেল। 'জি স্যার।'

'তুমি তোমার কাজ করতে ভুলে গেছো।' ড. শেনের গলায় স্পষ্ট বিরক্তি, 'তোমাকে ব্লাড রিপোর্টগুলো সাজাতে বলেছিলাম।'

'স্যরি স্যার। একদম ভুলে গেছি।' মিস্রা লজ্জা পেয়ে কাজ শুরু করে দেয়।

'বুরাই গ্রামে নতুন করে কেউ মারা গেলে আমাদের জানাতে বলেছো জমহিকে?'

'কেন স্যার?'

ড. শেন এবার সত্যি সত্যি রেগে গেলেন। মিস্রা খুব অমনোযোগী হয়ে পড়েছে। 'তোমাকে না সকালে বললাম আমরা এরপর মৃত বুরাইদের ব্রেনের স্যাম্পল সংগ্রহ করব?'

'ও হ্যাঁ, স্যার, বলেছিলেন। কিন্তু কেন তা বলেননি?'

'তোমাকে কুরু স্টাডিটা দেখতে বলেছিলাম।'

'মিস্রা কাজটা গুছিয়ে নিয়ে কুরু ফাইল ওপেন করল।'

> নিউগিনির কুরুরা একটা অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত হতে শুরু করেছিল। প্রগ্রেসিভ অ্যাটাক্সিয়া এবং ডিমেনশিয়া এ রোগের লক্ষণ। রোগের মূল কারণ দীর্ঘদিন অজ্ঞাত ছিল। অবশেষে একটা স্টাডিতে দেখা যায় তাদের ব্রেনের সেরিবেলাম অংশে স্পনজিফরম ডিজেনারেশন হচ্ছে। ধারণা করা হয়, মৃত ও আক্রান্ত কুরুদের ব্রেন খাওয়ার মাধ্যমে রোগটা ছড়ায়।

'পশুদের স্মৃতি নাই। পশুদের অতীত নাই।' গুরমা ধীরে বলে। জমহি অনুবাদ করে দেয়। 'আমরা আমাদের অতীত খেয়েছি। আমরা নিজেদের স্মৃতি খেয়েছি। আমাদের রক্ত পশুর রক্ত। আমাদের মন পশুর মন। আমরা পূর্বপুরুষদের খেয়েছি।'

গুরমা হঠাৎ মিস্রার দিকে আঙুল তোলে, 'তুমিও ধ্বংস হবে। তুমিও পশু হবে।'

চমকে ওঠে মিস্রা। গুরমা বারবার এই কথা বলছে কেন? রেস্ট হাউসের

BanglaBook.org

বারান্দায় বসে গুরমার সঙ্গে কথা বলছে মিস্রা। জমহি এক মনে লিখে যাচ্ছে।

বুরাই গ্রামে আরো দুইজন মারা গেছে। এখন অবশিষ্ট আছে আর তেরোজন, জমহিসহ। ড. শেন মৃত দুজনের ব্রেনের স্লাইড তৈরি করেছেন।

'মাদাম, একদম সময় নেই।'

'কিসের জমহি?'

'কাল আমি আমাদের প্রার্থনাসঙ্গীত লিখতে বসেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।'

'মনে করতে চেষ্টা করো জমহি। তোমাকে সব লিখে যেতেই হবে।'

'তোমরা তোমাদের প্রার্থনা খেয়েছো। তোমরা তোমাদের দেবতা খেয়েছো।' গুরমা বলে।

'মিস্রা, মিস্রা। এদিকে এসো।' ডেকে উঠলেন ড. শেন। মিস্রা ভেতরে গেল।

'আমাদের সাহায্য দরকার। টেকনিক্যাল সাহায্য। তুমি কংগো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বন্ধু ড. সাকাম্বোকে একটা মেইল করো। আমরা এই স্লাইডগুলো পাঠাব।'

'কিছু পেলেন স্যার?'

'একটা অদ্ভুত নতুন ধরনের প্রোটিন। আমি জানি না এটা কী।'

'তুমি জানো না। তুমি জানো না। তুমি জানো না তুমি কে। তুমি জানো না। জানো না।' গুরমা চিৎকার করছে। মিস্রা কম্পিউটারটা অন করল। শেষ করল ওর কাজ। ওর মনটা খারাপ হয়ে আছে। একটা মেইল এসেছে : 'শুভ জন্মদিন, মিস্রা। উইথ লাভ। জন।'

মিস্রা অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল স্ক্রিনের দিকে। আজ কি ওর জন্মদিন? জন কে?

'তুমি জানো না। তুমি জানো না, তুমি কে। তুমি হারিয়ে গেছো।' একঘেয়ে কণ্ঠে চেঁচিয়েই যাচ্ছে গুরমা।

> ক্রুশফেল্ড জ্যাকব ডিজিজ কীভাবে সংক্রমিত হয় তা নিয়ে মতভেদ আছে। এক্সপেরিমেন্টালি আক্রান্ত মৃতদের শরীর থেকে গ্রোথ হরমোন শিম্পাঞ্জির শরীরে প্রবেশ করিয়ে সংক্রমণ প্রমাণ করা হয়েছে। দ্রুত স্মৃতিধ্বংস, মায়োক্লোনাস এবং সুনির্দিষ্ট ইইজি চেঞ্জ দিয়ে রোগটা শনাক্ত করা সম্ভব।

BanglaBook.org

বোবোতে আজ প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তাঘাট ডুবে একাকার। রেস্ট হাউসের সামনের বিরাট বাওবাব গাছটা কাল রাতে উল্টে পড়েছে মাঠের ওপর। সারা রাত ইলেকট্রিসিটি ছিল না। মিস্রাকে নিয়ে খুব ভুগেছেন ড. শেন। সকালের দিকে মিস্রা ঘুমিয়ে পড়লে ক্লান্ত তিনি এসে ল্যাপটপটা নিয়ে বসতে পেরেছেন।

প্রিয় শেন। নমুনাগুলোতে ডিসটিংক্ট প্যাথলজি আছে। এগুলো তুমি কোত্থেকে সংগ্রহ করেছো? প্রায়োন নামের এই নতুন প্রোটিন নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছি। ব্রেন টিস্যুর মধ্যে যে প্ল্যাক বা ছাতার মতো জিনিসটা তুমি লক্ষ করেছ তা এই প্রায়োনের জন্য। এটি সম্ভবত একটি নতুন ধরনের ক্রুশফেল্ড জ্যাকব ডিজিজ। ছড়ায় এক ধরনের ষাঁড়ের মগজ থেকে। পারলে আরো নমুনা পাঠিও। ইতি তোমার সাকাম্বো।

'জন, জন।' মিস্রা উঠে পড়েছে।

ড. শেন ভেতরে গেলেন। 'মিস্রা, আমি শেন।' মিস্রা তাকিয়ে রইল।

'জন তো এখানে নেই। জন স্পেনে। তোমার দেশে।'

'স্পেন?'

'আমরা কালই ফিরে যাব মিস্রা।'

'কোথায়?'

'দেশে। বাড়িতে।'

মিস্রাকে এ কথায় খুব অসহায় দেখায়। কোথায় দেশ? কিসের বাড়ি? সবই কেমন ধোঁয়াটে। ছেলেবেলায় কবরস্থানে শোনা প্রার্থনাসঙ্গীত মনে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু বাড়ির কথা একটুও মনে পড়ছে না। 'আমি সব হারিয়ে ফেলেছি জমহি।'

ড. শেন সস্নেহে মিস্রার মাথায় হাত রাখেন। 'জমহি মারা গেছে মিস্রা। তোমার জন্য একগাদা কাগজপত্র রেখে গেছে। গুরমাও মারা গেছে কাল। পৃথিবীতে এখন আর একজন বুরাইও নেই।'

মিস্রা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বিড়বিড় করে উঠল, 'তুমি কি মৃতগণের পক্ষে আশ্চর্য ক্রিয়া করিবে? অন্ধকারে কি তোমার আশ্চর্য ক্রিয়া, বিস্মৃতির দেশে কি তোমার ধর্মশীলতা জানা যাইবে? তুমি প্রেমিক ও সুহৃদকে আমা হইতে দূর করিয়াছ; এখন অন্ধকারই আমার জ্ঞাতিকুটুম্ব।'

BanglaBook.org

জিন সারাই

চোখের সামনে ধীরে ধীরে গলে গেল লোকটা। গরম দেশে রেফ্রিজারেটরের বাইরে মাখনের দলা রাখলে যেমন করে গলে যায়। জীবনে অনেক বীভৎস আর ভয়ংকর দৃশ্য দেখেছে তিশা, কিন্তু এমন বিবমিষা তার আগে কখনো হয়নি। গলতে শুরু করার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত বেঁচে থাকার কী তীব্র আকুলতা ছিল লোকটার দুই চোখে!

তিশা টলমল পায়ে কাঁচঘেরা আইসিইউ থেকে বের হয়ে এসে নিজের ঘরে বসল। তার মাথাটা কেমন যেন করছে। একটা জলজ্যান্ত মানুষের ধীরে ধীরে তরল পদার্থে পরিণত হবার দৃশ্যটা সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। বাঁ হাতে টেলিব্যাণ্ডটা যে কখন থেকে ভাইব্রেশন দিচ্ছে সে এতক্ষণ টেরই পায়নি। নম্বরটা হাসপাতালের প্রটোকল বিভাগের।

'ড. তিশা। আইসিইউ ফোরটিনের ডেথ নোট আপনি এখনো ফাইল করেননি?'

'করছি।'

'ডেডবডি এখনো অটোপসিতে পৌঁছায়নি।'

'ডেডবডি' কথাটা শুনে তিশার হাসিই পেল। ডেডবডি বলতে কিছু আছে নাকি লোকটার? এতক্ষণে খানিকটা সামলে উঠেছে সে। গম্ভীর গলায় নির্দেশ দিলো, অটোপসি প্যাথলজিকে বলুন আইসিইউ ফোরটিনের ডেথ স্পট থেকে তরল অংশটুকু সংগ্রহ করতে। ওটা ক্রায়োরেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করার জন্য পাঠিয়ে দিতে বলবেন।'

কথা শেষ করে তিশা টেবিলের ওপরে রাখা রোগির ফাইলটা খুলল। রোগির নাম জেরিমি সুন। আফ্রো-ইন্ডিয়ান। বয়স আটাশ। ঠিকানা...

তিশার গলার কাছে পারসোনাল টেলিব্যাণ্ডটা সংকেত দিতে শুরু করেছে। রোশান। মনটা ভালো হয়ে উঠল তিশার।

BanglaBook.org

'রোশান। কোথায় তুমি?'

'প্যাসিফিক ওয়ে ছায়াপথে। তারাদের মাঝখানে। তারা দেখতে এসেছি। বৈকালিক ভ্রমণ।'

'ফাজলামো রাখো।'

'এইমাত্র কানের পাশ দিয়ে একটা ধূমকেতু চলে গেল। উহ্ তার লেজের আঘাতে বাঁ হাতটা পুড়ে যাচ্ছে। একটু হাত বুলিয়ে দাও দেখি।'

'রোশান। যথেষ্ট হয়েছে। এবার বলো তুমি কোথায়?'

'তোমার গলার একটু নিচে। বুকের মধ্যখানে। টের পাচ্ছো না?'

'পাচ্ছি।'

'তাহলে? বোকার মতো প্রশ্ন করেছো কেন?'

'আমি যে বোকা, তাই।'

'বোকা মেয়ে, তোমার ডিউটি আওয়ার চল্লিশ মিনিট আগেই শেষ হয়েছে। তুমি নিচে নামছো না কেন?

তক্ষুণি আবার ভয়াবহ দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল তিশার। মন খারাপ করে সে বলল, 'ওহ্, রোশান, কী যে বিশ্রী একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে আজকে! কী বীভৎস আর মর্মান্তিক।'

'আপাতত তোমার নেমে না আসাটা আমার জন্য মর্মান্তিক। আমি কাঁটায় কাঁটায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি। প্লিজ তিশা। তারা দেখতে আর ভালো লাগছে না। এবার চাঁদ দেখতে চাই।'

কাগজপত্র গুছিয়ে রুম লক করে হার্ডিস ইনস্টিটিউটের বায়ান্ন তলা থেকে হাইপারস্পিড এলিভেটরে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল তিশা। এই এলিভেটরে চড়লে উঁচু পাহাড় থেকে ধপাস করে নিচে পড়ে যাওয়ার একটা ভীষণ থ্রিলিং অভিজ্ঞতা হয়। রিসেপশনে এসে তিশা দেখে রোশান সুন্দরী রিসেপশনিস্টের সঙ্গে হেসে হেসে মাথা নেড়ে গল্প করছে। তিশাকে দেখে সে ব্যস্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে এল। তিশা কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে বলল,

'কী? চাঁদটা ওদিকে উঠল নাকি?'

'আরে বাহ! চাঁদ না, ওটা তো সূর্য। ঝলসে গেছি একেবারে। দেখো না চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গেছে।'

'এখন কী হবে?'

'চোখের পাতায় দুটো চুমু খাও। আবার দৃষ্টি ফিরে পাব।'

'খুব বদমাশ হয়েছো।'

রোশান এ কথায় দাঁত বের করে হাসল। তারপর বলল, 'চলো তোমাকে একটা চমৎকার জায়গায় নিয়ে যাই।'

BanglaBook.org

'কোথায়?'

'আহা, চলোই না।'

রোশনের ককলিয়া মডেল থ্রি যানে প্রায় ত্রিভঙ্গ হয়ে ঢুকতে হয়। গাড়ির ভেতরটা জিলিপির প্যাঁচের মতো। কোত্থেকে যে এসব জিনিস কেনে রোশান। ককলিয়া ওদের দুজনকে নিয়ে এঁকেবেঁকে উড়ে চলল।

'কী যেন বলছিলে তখন? বীভৎস আর মর্মান্তিক? ' রোশান প্রশ্ন করে।

ব্যাপারটা মনে পড়ায় আবারও শিউরে উঠল তিশা। কাঁদো কাঁদো গলায় বর্ণনা করল পুরো ঘটনাটা। সব শুনে রোশান তিক্ত গলায় বলল, 'লোকটা কি কোনো রিকমবিনেন্ট টেকনোলজির প্রোডাক্ট?

'জানি না। ফাইলটা ভালো করে দেখতে হবে।' তিশা উত্তর দিলো।

'না দেখেও আমি বলতে পারি। এ তোমাদের অমরত্ব বাসনার পাগলামির আরেক করুণ পরিণতি। লিখে রাখো।'

'পাগলামি বলছো কেন?'

'পাগলামিই তো। আরে মৃত্যুই যদি না থাকে তাহলে জীবনের আর স্বাদ কী? শোনো তিশা, চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হলো অসুস্থ রোগাক্রান্ত মানুষের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করা, মানুষের জীবন নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা নয়।'

'রোশান, আজ থেকে একশ বছর আগেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের মোড় ঘুরে গেছে। অসুস্থ মানুষের আরোগ্য নয়, সুস্থ মানুষ তৈরি করাই এখন তার লক্ষ্য।'

'বাজে কথা বলো না।' রোশান রেগে গেল। 'পুরো ব্যাপারটাই এখন বাণিজ্য। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ব্যবসা এখন বায়োটেকনোলজি আর জেনেটিক ফার্মগুলোর হাতের মুঠোয়। ধনী দেশগুলোর সবচেয়ে বড় ইনভেস্টমেন্ট এখন এখানে। কেন জানো? সুপার পাওয়াররা ঈশ্বর হতে চায়। মানুষের জন্ম, বেঁচে থাকা, মৃত্যু সব নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। দেখো, তৃতীয় বিশ্বে হাজার হাজার নারী পুরুষ সন্তান জন্ম দিতে পারছে না জেনেটিক কারেকশনের বিপুল ব্যয় বহন করতে পারবে না বলে। দরিদ্র মানুষের বেঁচে থাকার ও জন্ম নেয়ার কোনো অধিকারই তোমরা রাখোনি।'

রোশান কথা বলতে বলতে ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। এসব নিয়ে আলোচনা করতে মোটেও ভালো লাগছে না তিশার। সে রোশানের ডান হাত চেপে ধরল, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'পাখি দেখতে। বার্ডস ভিউতে পাখিমেলা হচ্ছে। বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া পাখিদের প্রদর্শনী।'

তিশার মনটা খুশি হয়ে উঠল। রোশান যে কত চমৎকার ছেলে এ কথা আরেকবার বলতে গিয়েও সামলে নিলো। এ কথা শুনলে রোশান নির্ঘাৎ তাকে নিয়ে বেদম হাসাহাসি করবে।

BanglaBook.org

পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে পড়া পাখিদের কোষ থেকে ক্লোন করে দুই হাজার প্রজাতির পাখি তৈরি করেছে একদল শৌখিন পাখি গবেষক। পাখিগুলো ইচ্ছেমতো উড়ে আর হেঁটে বেড়াচ্ছে পার্কে। পাখি দেখতে দেখতে রীতিমতো উচ্ছসিত হয়ে উঠল তিশা, দেখো দেখো রোশান। কি সুন্দর পাখিটা! কী পাখি ওটা?'

'টুকটুকি পাখি।'

'সেটা আবার কী?'

'জানি না। আমিই দিলাম নামটা। কেমন লাগল?'

'খুব ভালো। দেখেছো রোশান, ঐ পাখিটার গলার কাছটা কেমন নীল?'

'ওটা নীলকণ্ঠ।'

'মানে?'

'বিষ খেয়েছে বলে যন্ত্রণায় তার কণ্ঠ নীল হয়ে গেছে।'

'কেন সে বিষ খেতে গেল?' তিশাকে ব্যথিত দেখায়।

'টুকটুকি তাকে ভালোবাসে না কেন, সেই কষ্টে।'

তিশা এবার রোশানের হাতটা জোরে চেপে ধরল। ফিসফিস করে বলল, 'তাকে জানিয়ে দাও টুকটুকি তাকে খুব ভালোবাসে। নীলকণ্ঠ বোকা পাখি, আগে বুঝতে পারেনি।'

রোশানের সঙ্গে চমৎকার একটা বিকেল কাটিয়ে ঘরে ফিরে এল তিশা। পোশাক পাল্টাতে গিয়ে দেখল বাঁ হাতের টেলিব্যান্ডে তিনটা মেসেজ জমা হয়েছে।

এক. ডিরেক্টর ড. জিমি আগামীকাল সকালে হাসপাতালের কনফারেন্স রুমে জরুরি সভা ডেকেছেন।

দুই. অজানা অদ্ভুত রোগটাতে গত দশ দিনে পৃথিবীব্যাপী আরো এগারজন মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

তিন. হার্ডিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এন্ড হসপিটাল বিষয়টা নিয়ে খুব শিগগিরই গবেষণা শুরু করতে যাচ্ছে। প্রস্তাবিত গবেষক দলের নামগুলোর মধ্যে তিশার নামটিও আছে।

সে রাতে ঘুমের মধ্যে নীলকণ্ঠ পাখিটাকে স্বপ্নে দেখল তিশা। কী অদ্ভুত সুন্দর পাখিটা, আর কী বিষন্ন! গলার কাছে একরাশ দুঃখ নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। উড়তে উড়তে হঠাৎ কী যে হল, পাখিটার শরীর মাথা ডানা গলে যেতে শুরু করল। পুরো পাখিটা এক সময় তরল হয়ে মিশে গেল ঘাসের মধ্যে। ঘাসের সবুজের সঙ্গে মিশে রইল এক ফোঁটা নীল রঙ। ছটফট করে ঘুম থেকে জেগে উঠল তিশা। ঘুমের ভেতরই তার চোখ দুটো কষ্টে ভিজে গেছে।

BanglaBook.org

ড. জিমি গম্ভীর মুখে বলল, 'তিন সদস্যের গবেষক দলের নাম আমরা ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত করেছি। দলের প্রধান হিসেবে থাকবেন ড. শেন, হার্ডিস এর

চিফ অব রিসার্চ সেকশন। তার সঙ্গে থাকবেন ড. তিশা আর ড. আহমেদ। হার্ডিসের সর্বোৎকৃষ্ট ল্যাবরেটরিটা আপনাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। আপনারা সেখানে স্বাধীনভাবে কাজ করবেন। আজ থেকেই।'

নতুন সহকর্মীদের সঙ্গে অচিরেই পরিচয় হলো তিশার। ড. শেন চীনা বংশোদ্ভূত হাসিখুশি বিনয়ী লোক। অন্যদিকে মিশরের ড. আহমেদ একটু গম্ভীর স্বভাবের, সিরিয়াস ধরনের ছেলে, প্রথিতযশা মলিকুলার বায়োলজিস্ট। প্রথম দিন বসে তারা তিনজনে মিলে গবেষণার একটা রূপরেখা তৈরি করে ফেলল। দায়িত্ব বুঝে নিয়েই পিকিউয়ের সামনে বসে পড়ল তিশা। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে সংগ্রহ করে ফেলল বিশ্বের বিভিন্ন জায়গার এই অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত ও মৃত এগারো জনের ফাইল। আহমেদ কাজ শুরু করে দিলো ক্রয়োরেফ্রিজারেটরে সংরক্ষিত তরলটুকু নিয়ে।

লাঞ্চ পর্যন্ত মুখ গুঁজে কাজ করে গেল তিশা। চোখ দুটো যখন টনটন করতে শুরু করেছে, তখনই বুকের কাছে রোশান কথা বলে উঠল।

'কী ছাইপাশ গবেষণা শুরু করলে বলো দেখি। সমস্ত দিন নো আনসার।'

'খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার রোশান। এগারো জন ভিকটিমের অনেক বিষয়েই অদ্ভুত মিল।'

'যেমন।'

'এদের প্রত্যেকের ইন্ট্রাটিউব লাইফে জিন মডিফিকেশন করা হয়েছে।'

'এ তো আজকাল সকলেরই হয়।'

'ড. হার্ডির নাম তো শুনেছো। যার নামে আমাদের এই বিখ্যাত গবেষণাগারের নামকরণ করা হয়েছে। যিনি বিজ্ঞানে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। কেন পেয়েছিলেন জানো?'

'না। তুমি জানো তিশা আমি এসব খুব ভালো বুঝি না। আমি হলাম গিয়ে ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র।'

'তিনিই প্রথম লিউকেমিয়া বা ব্লাড ক্যান্সারের জিন সারাই করেছিলেন। আর এই জিন থেরাপিতে কমপ্লেক্স রেট্রোভাইরাল ভেক্টর তিনি ব্যবহার করেছিলেন অচিন্তনীয় সাফল্যের সঙ্গে।'

'মানে?'

'শোন। জিন থেরাপিতে হোস্ট ক্রোমোজোমে জিন ট্রান্সফার করতে একটা ট্রান্সফার ভেক্টর প্রয়োজন হয়। দুই ধরনের ভেক্টর আছে। একটা ভাইরাল, অপরটা নন-ভাইরাল। ভাইরাল ভেক্টরের ক্ষেত্রে ভাইরাসটির ডিএনএ সিকোয়েন্সে থেরাপিউটিক প্রোটিনটি এনকোড করা থাকে। এই রোগ সারাই প্রোটিনটা পরে হোস্ট ক্রোমোজোমের পারটিকুলার লোকেশনে ট্রান্সফার করে দেয়া হয়।'

'একটু একটু বুঝতে পারছি। বলে যাও।'

BanglaBook.org

'ড. হার্ডিই প্রথম সাফল্যের সঙ্গে নিরাপদে এই ভাইরাল মেডিয়েটেড জিন থেরাপি অ্যাপ্লাই করতে পেরেছিলেন। লিউকেমিয়ার মতো দুরারোগ্য ব্যাধি পৃথিবী থেকে পুরোপুরি লোপ করে দেয়ার পর জিন মেডিয়েটেড আরো অনেক রোগ সারাই করবার পথ পানির মতো সহজ হয়ে গেল এরপর।'

'খুব ভালো কথা। মেধাবী লোক, সন্দেহ নেই।'

'হুঁ। আমাদের এই এগারো জন ভিকটিমের প্রত্যেকেই এই বিশেষ ধরনের জিন থেরাপি পেয়েছে জন্মের আগে। স্পুমা ভাইরাস নামে এক ধরনের দুর্লভ ভাইরাস ব্যবহৃত হয়েছিল তাদের জিন সারাইয়ের কাজে।'

'বেশ ইন্টারেস্টিং তো। কিন্তু ডিয়ার তিশা, এদিকে আমার অবস্থা তো শোচনীয়। আমাকে তুমি কী থেরাপি দেবে এখন।'

'কেন কেন? তোমার আবার কী হলো?' তিশা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'এই যে তুমি সারা সকাল নো আনসার মেসেজ ফিট করে রেখেছো তোমার টেলিব্যান্ডে। কী নির্দয় তুমি!'

'ক্ষতিপূরণ পাবে। সন্ধ্যাবেলা তৈরি থেকো। তোমাকে আন্ডার মেরিন রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়াব। এখন আমার সহকর্মী ড. আহমেদ কী বলতে এগিয়ে আসছে দেখি। বাই রোশান।'

তিশা টেলিব্যান্ডের কানেকশন কেটে দিলো। আহমেদ গম্ভীর মুখে এসে বসল তার সামনে। লোকটার ঝাঁকালো গোঁফ দুটো বিশাল, গোঁফজোড়ার ভারেই বোধহয় সে হাসতে পারে না, মনে মনে ভাবল তিশা।

'হ্যালো আহমেদ, কী খবর? কদ্দুর?' তিশা হাসিমুখে বলল।

'লেসিথিনেজ। লেসিথিনেজ এনজাইম মিশেছিল রক্তে। সেই এনজাইম প্রতিটি কোষের মেমব্রেনে লেসিথিন ভেঙে কোষগুলোকে গলিয়ে ফেলেছিল। এভাবে শরীরের প্রতিটি কোষ...'

'বলো কী?' তিশা চমকে উঠল। 'কী ভয়ংকর কথা। কিন্তু এই এনজাইম রক্তে কীভাবে এল?'

'সেটাই তো প্রশ্ন।'

আহমেদ চলে গেলে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল তিশা। তার মাথার ভেতরে নানা রকম ভাবনা জট পাকিয়ে আছে। আজকের মতো ল্যাবের কাজ বন্ধ করে উঠে যাবার আগে সে ছোট্ট একটা নির্দেশ রেখে গেল পিকিউয়ের ইনফরমেশন সার্চারের কাছে।

আই ওয়ান্ট টু নো এভরিথিং অ্যাবাউট স্পুমা ভাইরাস।

ব্লু সির নিচে এই আন্ডার মেরিন রেস্তোরাঁটা তিশার খুব প্রিয়। কাচের বাইরে লাল-নীল মাছেরা আপন মনে সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছে। দূরে দেখা যাচ্ছে প্রবালের

BanglaBook.org

পাহাড়। রোশান অক্টোপাসের শুঁড়ের টুকরো কাঁটা চামচে মুখে পুরে বলল, 'প্রাচীনকালের গল্পগাথায় এক ধরনের প্রাণীর কথা আছে। অর্ধেক মাছ আর অর্ধেক নারী।'

'যাহ্!'

'অসম্ভব কী? তোমরা তো এখন ইচ্ছে করলেই পারো ওটা।'

'নীতিগতভাবে পারি না।'

'আরে রাখো তোমাদের নৈতিকতা।' রোশান বিরক্ত হলো। 'শোনো তিশা, আমাদের ছেলেমেয়েগুলোর কোনোরকম জিন মডিফিকেশন করা চলবে না। কেমন?'

'যদি ট্রেইটে কোনো সমস্যা থাকে?'

'তারা সমস্যা নিয়েই জন্মাবে।'

'রাষ্ট্র তা অনুমোদন করবে না।'

'লাথি মারি রাষ্ট্রের পাছায়।'

'মুখ খারাপ করো না রোশান। বেআইনি কথা বলো না।'

'ওসব আইনের নিকুচি করি আমি।'

'আহা রেগে যাচ্ছো কেন? ধরে নিতে পারো আমাদের সন্তানের ট্রেইটে তেমন কোনো সমস্যা থাকবে না।'

'কেন?।

'আমার জিন সম্পূর্ণ সুস্থ। আমি নিজের জেনেটিক ফাইল সার্চ করে দেখেছি। তোমারটাও দেখতে হবে।'

'দেখো না সার্চ করে।' রোশান উৎসাহী গলায় বলল।

'তোমার জেনেটিক কোডটা বলো দেখি।' তিশা বলল।

রোশান পকেট পিকিউ বের করে কয়েকটা বোতাম টিপে বলল, পি ফিফটি থ্রি ওয়াই জিরো ওয়ান।' তিশা নিজের পকেট পিকিউতে লিখে নিলো নম্বরটা। তার মনটা কেন যেন অস্থির হয়ে আছে। কাল সকালেই স্পুমা ভাইরাসের ব্যাপারটার একটা তদন্ত করতে হবে।

আহমেদ তিশাকে দেখে গোঁফ নেড়ে হাসতে চেষ্টা করল।

'হ্যালো ড. তিশা। গুড মর্নিং।'

'কী খবর আহমেদ? খুশি খুশি লাগছে?'

আহমেদ উজ্জ্বল চোখে তাকাল। 'লেসিথিনেজ রহস্যের একটা সুরাহা করে ফেলেছি। এনজাইমটা বাইরে থেকে আসেনি। তৈরি হয়েছে ভিকটিমের নিজের শরীরে। এক ধরনের অদ্ভুত মাইটোকন্ড্রিয়াল প্রোটিন থেকে।'

BanglaBook.org

'কিন্তু হঠাৎ করে মাইটোকন্ড্রিয়া এই এনজাইম তৈরি করতে শুরু করল কেন?'

'লক্ষ করেছো? প্রত্যেক ভিকটিমের বয়স সাতাশ থেকে তিরিশের মধ্যে। একটা বিশেষ সময়ের পর থেকেই প্রোটিনটা শরীরে সিনথেসিস হতে শুরু করে। কেন করে সেটাই জানার চেষ্টা করেছি।'

তিশা একরাশ অস্বস্তি নিয়ে পিকিউয়ের সামনে বসল। তার পিকিউ একরাতে স্পুমা সম্পর্কিত সব তথ্য এনে হাজির করেছে। স্পুমা ভাইরাস রেট্রো ভাইরাস ফ্যামিলির এক দুর্লভ সদস্য। জিন ট্রান্সফার ভেক্টর হিসেবে এই ভাইরাসের ব্যবহার ব্যাপক। কেননা হোস্ট বডিতে এর গ্রহণযোগ্যতা অন্যদের চাইতে বেশি। অবশ্য গবেষণার কাজের বাইরে স্পুমা ভাইরাসের অস্তিত্ব ও স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না।

তিশা টেলিব্যান্ডে ড. শেনের সঙ্গে কথা বলল।

'গুড মর্নিং স্যার।'

'আরে তিশা, কী খবর, কেমন?'

'ভালো স্যার। আপনার একটু সাহায্য দরকার।'

'এই বুড়ো তোমার যে কোনো কাজে লাগতে সদা প্রস্তুত। বলো, কী দরকার।'

'জিন মডিফিকেশন সেন্টারে প্রিজার্ভ করা ট্রান্সফার ভেক্টর থেকে একটা স্যাম্পল চাই।'

'সে কী? কেন?' ড. শেন সত্যিই অবাক হলেন।

'প্রয়োজন আছে স্যার। স্পুমা ভাইরাল ভেক্টর। যোগাড় করা সম্ভব?'

ড. শেন কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'অবশ্যই সম্ভব।'

হার্ডিসের রিসেপশন কক্ষে আধঘণ্টা ধরে বসে আছে রোশান। সুন্দরী রিসেপশনিস্টটি আসলে একটি মানবযন্ত্র এ কথা জানার পর থেকে তার সঙ্গে গল্প করার সব আগ্রহ উঠে গেছে তার। হাইপারস্পিড এলিভেটরের দরজা দিয়ে তিশাকে বেরিয়ে আসতে দেখে সে ঘড়ি দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'এই বিচ্ছিরি গবেষণাটা কবে শেষ হবে বলো তো?'

'আর বেশি বাকি নেই।' গম্ভীর গলায় বলল তিশা। তার গলা শুনে রোশান একটু চমকে উঠল।

'কী? কী হয়েছে?'

'এখানে বলা যাবে না। চলো কোথাও যাই।' ফিসফিস করে বলল তিশা।

হ্যাংগিং ক্লাউড ব্রিজের প্রিয় জায়গাটাতে পা ঝুলিয়ে বসে তিশা বড় একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল।

BanglaBook.org

'ড. হার্ডি এখনো বেঁচে আছেন। থাকেন মনেতো নামের এক দ্বীপে। দারুণ সম্মানিত আর ধনী ব্যক্তি।'

'তার কথা এখানে কেন?'

'কী মর্মান্তিক ভুল, কী মর্মান্তিক ভুল করে ফেলেছেন তিনি!'

'কী ভুল?

'স্পুমা ভাইরাসের একটি স্বভাব হলো উপযুক্ত পরিবেশে সে ভয়ংকর লেসিথিনেজ এনজাইম তৈরি করতে পারে। থেরাপিউটিক প্রোটিনের সঙ্গে তার এই ক্ষমতাসম্পন্ন প্রোটিনও ট্রান্সফার হয়ে গেছে হোস্টের জিনে।'

'বলো কী?

'ভয়ংকর এই জিনটি প্রায় দুই যুগ পর নিজেকে এক্সপ্রেস করে। তখন হোস্ট সেলের মাইটোকন্ড্রিয়া বিপুল পরিমাণে এনজাইমটা তৈরি করতে থাকে। সেল মেমব্রেনের লেসিথিনকে গলিয়ে ফেলে কোষগুলোকে ধ্বংস করতে থাকে। সেলগুলো এভাবেই নিজেকে নিজে হত্যা করে।'

'কী সর্বনাশ! এর কোনো প্রতিকার নেই?' রোশান উদ্বিগ্ন হলো। তিশা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আপাতত নেই। এই প্রসেস থামানোর কোনো উপায় দেখছি না। তিরিশ বছর আগে লিউকেমিয়ার জিন থেরাপি পাওয়া ব্যাচটি, যাদের সৌভাগ্যবান বলে ধরে নেয়া হয়েছিল, তারা এভাবেই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

বিষন্ন তিশার হাত দুটো চেপে ধরল রোশান। নরম গলায় বলল, 'তোমাদের গবেষণা কি শেষ হয়ে গেছে?'

'হুঁ। আজই পেপার জমা দিলাম। ড. হার্ডিকে কোর্টে উঠতে হবে।'

'তুমি এবার লম্বা একটা বিশ্রাম নাও তিশা। এ কদিন খুব পরিশ্রম গেছে।'

রোশান ঠিকই বলেছে। ক্লান্তিতে শরীরটা ভেঙে আসছে তিশার। ঘরে ফিরে সে পোশাক না পাল্টেই শুয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল পরদিন সকাল দশটায়। ঘরের ভেতর মিষ্টি একটা রোদ আঁকিবুঁকি করছে। ঘুম থেকে জেগে একটা চমৎকার গোসল সেরে নিলো সে। ভীষণ ফ্রেশ লাগছে এখন। তিশা এক সপ্তাহের ছুটি পেয়েছে হাসপাতাল থেকে। এই এক সপ্তাহ রোশানের সঙ্গে কোথায় কোথায় ঘুরবে ঠিক করে ফেলা দরকার। রোশানের সঙ্গে তার সম্পর্কটার ব্যাপারেও সিরিয়াস চিন্তাভাবনা করার সময় এসেছে।

শিস দিতে দিতে পিকিউয়ের সামনে বসল তিশা। সামনে অনেক পরিকল্পনা। একটা পদোন্নতি, খ্যাতি, ঘর, সংসার, সন্তান...।

পি ফিফটি থ্রি ওয়াই জিরো ওয়ান।

নম্বরটা টাইপ করে একটা বোতাম টিপে দিলো তিশা। সঙ্গে সঙ্গে পিকিউয়ের স্ক্রিনে ভেসে উঠল রোশানের জেনেটিক ফাইলটা। পরম উৎসাহ নিয়ে ওটা পড়তে

BanglaBook.org

শুরু করল সে। পড়তে পড়তে এক সময় তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এল।

সায়েন্টিফিক সোসাইটির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি ড. শেন ও তার দলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রচুর মিডিয়া কাভারেজ পেয়েছে হার্ডিসের গবেষক দলটি। ইনস্টিটিউটের নাম অবশ্য এখন আর হার্ডিস নামে নেই। নাম পাল্টে ফেলা হয়েছে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গ্লোবাল চিফ নিজেই এসেছিলেন। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেছে তারা তিনজন।

সংবর্ধনা শেষে কনফারেন্স হল থেকে বেরিয়ে তিশা আনমনে হাঁটতে শুরু করল। ম্লান একটা সন্ধ্যা নামছে শহরে। বাতাসটা খুব মন কেমন করা। একটা পাখি কোথায় যেন একটানা ডেকে চলেছে। নীলকণ্ঠ পাখি কি ওটা? হাঁটতে হাঁটতে কখন ইনস্টিউটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তিশা টেরই পায়নি। এই বিল্ডিংটার একান্ন তলার আইসিইউ কেয়ারে এখন রোশান শুয়ে আছে।

উনত্রিশ বছর আগে রোশানের ইন্ট্রাটিউবাল জিন মডিফিকেশন করা হয়েছিল তা রোশান নিজেও কখনো জানত না। যে স্পুমা ভাইরাল ভেক্টর ব্যবহৃত হয়েছিল তার জিন সারাইয়ের কাজে, সেই ভাইরাস এখন তার দেহে বিষ ছড়াতে শুরু করেছে।

কাচঘেরা দেয়ালের বাইরে থেকে ঝাপসা চোখে ঘুমন্ত আর অর্ধগলিত রোশানের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তিশা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন এবং ঘুম

ভীষণ ঘুম পেয়ে যাচ্ছে আনামের। চোখের পাতা দুটো ভারি হয়ে আসছে। পা দুটো আর চলতে চাইছে না। পকেট থেকে চাবি বের করে ঘরের তালা খুলতে তার পুরো দশ মিনিট লেগে গেল। চাবিটা তালার ঠিক ফুটোপথে কিছুতেই ঢুকতে চাইছিল না। বারকয়েক বিরক্তিতে ধেত্তেরি বলে উঠতে হলো তাকে। নিচতলায় কারা যেন চিৎকার করে ঝগড়া করছে। তাদের চেঁচামেচির আওয়াজ অসহ্য লাগছে আনামের। হাত দিয়ে কান ঢাকতে গিয়ে চাবির গোছাটা তার হাত থেকে নিচে পড়ে গেল। ওটা তুলতে বেশ বেগ পেতে হলো তাকে। এবার একবারের চেষ্টাতেই খুলে গেল তালাটা। তালাটা ওরকম চাবিসহ ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে টলমল পায়ে নিজের এলোমেলো ঘরটাতে ঢুকল আনাম। চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে সে যেন একশটা ঘুমের বড়ি খেয়েছে।

স্যান্ডেল জোড়া ঘরের দুদিকে ছুড়ে ফেলার সময় তার হঠাৎ মনে পড়ল কী যেন জরুরি কাজ বাকি রয়ে গেছে। একটা কিছু নিয়ে কোথায় যেন যাবার কথা। কোথায়? কিছুতেই মনে পড়ছে না এখন। মাথার ভেতর সব চিন্তা জট পাকিয়ে গেছে।

'ঘুমাও আনাম। ঘুমিয়ে পড়ো। কোনো কাজই অত জরুরি নয়।' কে যেন হঠাৎ মাথার ভেতর কথা বলে উঠল। যেন ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক এমন ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে উত্তর দিলো সে,

'না না। কাজটা খুব জরুরি। ভীষণ জরুরি। আপনি বুঝতে পারছেন না।'

'ঘুমানোটা তার চাইতে বেশি জরুরি এখন তোমার। তুমি ঘুমাও।' কণ্ঠটি আবার কথা বলে উঠল।

'না না। ঘুমানো চলবে না। কেউ একজন আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে।'

'কেউ কারো জন্য অপেক্ষা করে থাকে না আনাম। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো।'

'কে আপনি? কেন আমাকে ঘুম পাড়াতে চাইছেন?'

'আমি কেউ না। আমি মানে তুমি। অথবা অন্য কেউ।'

'আমি কিছু ভাবতে পারছি না। আমার খুব খিদে পেয়েছে।'

BanglaBook.org

'তাহলে ঘুমুবার আগে পেট ভরে খেয়ে নাও। হয়তো অনেক দিন আর খেতে পাবে না।'

'কেন? কেন অনেক দিন খেতে পাব না?'

'কে জানে তোমার ঘুম আর কখন ভাঙবে? কত যুগ পর। কত হাজার বছর পর।'

এ কথা শুনে আনাম বিছানা থেকে উঠে নেশাগ্রস্তের মতো হাতড়ে হাতড়ে টেবিলের কাছে গেল। বৈয়ম ভর্তি শুকনো বিস্কুটগুলো প্রায় গিলে খেল একের পর এক। তাতে অবশ্য খিদে একটুও মিটল না তার। ঢক ঢক করে এক জগ পানি খেয়ে সে এবার পোকায় খাওয়া আধখানা আপেল মুখে পুরে দিলো। পেটের ভেতরটা মরুভূমির মতো শুকনো হয়ে আছে। আর কিছু কি নেই খাবার মতো?

মেঝের এক কোণে গত পরশুর কেনা কিছু পালংশাক পড়েছিল। শুকিয়ে ফুটো আর বাসী হয়ে গেছে। আনাম ক্ষুধার্ত কুকুরের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ল ওগুলোর ওপর। ডাটাসুদ্ধ কাঁচা পালংশাক চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে থাকল।

'খিদে মিটেছে আনাম?' অচেনা কণ্ঠটাতে মমতা ঝরে পড়ে।

'একটু।'

'ঘুমাবে না?'

'হ্যাঁ। এখন ঘুমাব।'

'তবে ঘুমাও।'

'কিন্তু...আমার একটা জরুরি কাজ...খুব জরুরি।' আনাম দুহাতে মাথার চুল খামচে ধরল।

'কিছুই জরুরি নয়। তুমি ঘুমাও। ঘুম হচ্ছে মৃত্যুর মতো।' বিছানার ওপর শরীরটা ছেড়ে দিলো আনাম। চোখের পাতা টেনেও খুলে রাখা যাচ্ছে না। এত ঘুম তার দুই চোখে কোত্থেকে এল?

'ঘুমাও আনাম। সামনে দীর্ঘ ঘুম। দীর্ঘ রাত।'

'আজ, আজ যেন কার গায়ে হলুদ?' ছটফট করে উঠল আনাম।

'তাতে কিছু আসে যায় না।'

'আমাকে যেতে হবে। যেতেই হবে। প্লিজ।' আনামের কথা এখন জড়িয়ে যাচ্ছে।

'না গেলে কিছুই যায় আসে না। জগতে কোনো কিছুই অপরিহার্য নয়। তুমি শান্ত হও আনাম। ঘুমিয়ে পড়ো এবার।'

অতএব আনামের নিঃশ্বাস ভারি আর ধীর হয়ে আসে। শরীরটা ধীরে ধীরে অবশ হয়ে পড়তে থাকে। সে একজন মৃত মানুষের মতো ঘুমের অতলে তলিয়ে যেতে থাকে। দীর্ঘ কালঘুম। এই ঘুম কবে ভাঙবে কেউ জানে না।

BanglaBook.org

অদিতি মাত্র গোসল সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে। চুলে তোয়ালে জড়ানো। ভেজা চুল মুছতে মুছতে সে কাজের মেয়েটাকে বলল, 'ভদ্রলোককে বসতে বল।' তার চোখেমুখে স্পষ্ট বিরক্তি। এই অবেলায় কেউ কারো বাড়িতে যায়? এখন সুমিতকে ভাত খাওয়ানোর সময়। সুমিতকে ভাত খাওয়ানো আর মগবাজারের জ্যাম ঠেলে রোজ তেজগাঁর অফিসে যাওয়া-এ দুটো হচ্ছে অদিতির প্রতিদিনের সবচেয়ে কঠিন দুটো কাজ। বদমাশটা দু-তিন লোকমা মুখে দেবার পরই বেঁকে বসবে, 'আর খাব না।' তখন অদিতিকে ছেলের পেছনে সর্বময় ছুটে বেড়াতে হবে। মনির বাড়িতে থাকলে অদিতি অসহায় ভঙ্গিতে তাকে বলবে, 'কী দেখছ এভাবে দাঁড়িয়ে? বদমাশটাকে ধরে আনো না আমার কাছে।' মনির তখন মিষ্টি মিষ্টি হাসবে, 'ধরে আনতে পারি এক শর্তে। যদি দুই বদমাশকে একসঙ্গে খাইয়ে দাও।' অদিতিকে তখন প্লেটের ভাতগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে। এক ভাগ সুমিতের, আরেক ভাগ তার বাবার।

বসার ঘরে যে অল্পবয়স্ক ছেলেটি বসে আছে তাকে অদিতি কখনো দেখেনি। অদিতি অবশ্য খুব দ্রুত মানুষের চেহারা ভুলে যায়। এ নিয়ে বহুবার তাকে নানা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে। অদিতিকে ঢুকতে দেখে ছেলেটা কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'স্লামালেকুম। আমার নাম অশোক। আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছি।'

'স্যরি, অনেকক্ষণ আপনাকে বসিয়ে রেখেছি।' কাঠ কাঠ গলায় বলল অদিতি।

'না না, ঠিক আছে।'

'বলেন এবার, কী ব্যাপার।' অদিতির গলার স্বরে বিরক্তি ঝরে পড়ছে।

'জ্বি, ব্যাপারটা হলো, আমি অলটারড স্লিপ রিদম নিয়ে গবেষণা করি। যে রোগটা নিয়ে এ মুহূর্তে আমি কাজ করছি তার নাম ক্লেন-লেভিন সিনড্রোম। খুব অদ্ভুত ধরনের রোগ। আর খুব দুর্লভ।'

'আমি এ ব্যাপারে আপনাকে ঠিক কী ধরনের সাহায্য করতে পারি বুঝতে পারছি না।' অদিতি আড়চোখে একবার দেয়াল ঘড়িটা দেখে নিলো। একটা দশ। সুমিত হয়তো আজ খেলতে খেলতে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়বে।

'আমার একজন স্টাডি স্যাম্পলের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলব।'

'সম্ভবত তাকে আপনি চেনেন। মানে চিনতেন। আপনার কাছে তার সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চাই।'

অদিতি এবার একটু অবাক আর কৌতূহলী হলো। 'আমি চিনি? কে?'

'ভদ্রলোকের নাম আনাম। খায়রুল আনাম। ঝিকাতলায় থাকতেন। চৌদ্দ বাই বি লেনের একটা মেসবাড়ির দোতলায়। শ্যামলা মতো চেহারা। বেশ লম্বা।'

BanglaBook.org

অশোক উৎসাহী ভঙ্গিতে বর্ণনা করছে। অদিতি অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। যেন সে একটা শূন্য দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। যে সোফার চেয়ারে সে বসে আছে সেই চেয়ারটা যেন তাকে কেবলই নিচের দিকে টানছে। খুব উঁচু ব্রিজ থেকে হঠাৎ নামার সময় পেটের ভেতর যেমন অনুভূতি হয়, সেরকম লাগছে তার। 'চিনেছেন? আপনি কি তাকে চিনতে পেরেছেন?' অশোক অধৈর্য গলায় জিজ্ঞেস করল।

অদিতি মাথা নাড়ল, 'না। দুঃখিত অশোক সাহেব, আমি আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারছি না। এই নামে এই ঠিকানার কাউকে আমি কখনো চিনতাম না।' কথাটা বলেই অদিতি উঠে দাঁড়ালো। অগত্যা ছেলেটাকেও দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। তাকে ভীষণ হতাশ আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

'স্যরি, বিরক্ত করলাম আপনাকে। আসি।' বলে বিদায় নিলো ছেলেটা। সে চলে গেলে সুমিতের ঘরে এসে অদিতি দেখল সুমিত সত্যি সত্যি খেলতে খেলতে কার্পেটের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে। তার চারপাশে রাজ্যির খেলনা। অদিতি সুমিতের কপালে একটা চুমু খেল। তারপর পাশে পড়ে থাকা একটা টেডিবিয়ার তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরল। তার বুকের ভেতরটা অনেক দিন পর ফাঁকা হয়ে গেছে। টেডিবিয়ারটাতে মুখ গুঁজে সে এবার হু হু করে কেঁদে ফেলল।

ঘুমের রাজ্যে সব কিছু অন্ধকার। এই অন্ধকার কবরের মতো শীতল আর নির্জন। এই ঘুমে কোনো স্বপ্ন নেই। সময় নেই। দিন নেই। রাত নেই। মরণের মতো অসীম আর অন্তহীন এই ঘুম। অতল এবং নিস্তব্ধ।

'দেখেন। ঘুমের দুইটা স্তর আছে। একটা রেম স্লিপ, আরেকটা ননরেম স্লিপ।' অশোক গম্ভীর গলায় কথা বলছে। 'ননরেম স্লিপের চারটা স্তর পেরিয়ে মানুষ রেম স্লিপ বা র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট স্লিপ স্তরে পৌঁছায়। এই স্তরেই মানুষ স্বপ্ন দ্যাখে।' আনাম অশোকের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছে। ঘুমের ভেতরও যে শালা এত ফ্যাকড়া আছে তা মানুষ বের করল কীভাবে। সামান্য বিরতি নিয়ে অশোক আবার শুরু করল।

'ঘুমের মধ্যে এই রেম ও ননরেম স্লিপের একটা চক্র চলতে থাকে। ধীরে ধীরে রেম স্তরের দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে, ননরেমের দৈর্ঘ্য কমতে থাকে। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা?'

'হুঁ, পারছি।' আনামের হাই উঠছে রীতিমতো।

'ননরেম স্তরে যদি ইলেকট্রেএনকেফালোগ্রাম করা যায় তাহলে লো ফ্রিকোয়েন্সি সিনক্রোনাইজড ওয়েভ দেখা যায়। এছাড়া ননরেমে চোখের কোনো মুভমেন্ট হয় না। এভাবেই রেম-ননরেম আলাদা করা যায়।'

BanglaBook.org

'আচ্ছা।' আনাম মাথা নাড়ল বোকার মতো।

অশোক লেকচারটা শেষ করতে পেরে তৃপ্ত ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। হাতের কলমটা সাবধানে টেবিলের ওপর রাখল। তার লেকচারের প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে, এখন লোকটাকে লক্ষ্য করে আবার শুরু করল।

'আপনার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। আপনার ঘুমের মধ্যে স্বাভাবিক ঘুমের মতো রেম-ননরেম চক্র নেই। আপনার ইলেকট্রোএনকেফালোগ্রামে কেবল ননরেম বা গভীর ঘুমস্তর দেখা গেছে। এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার।'

'অসম্ভব কেন?'

'অসম্ভব কারণ এটা স্বাভাবিক নয়। আপনি স্বাভাবিক মানুষের মতো ঘুমান না। আপনার ঘুমে কোনো স্বপ্ন নেই।'

'তাতে সমস্যাটা কী?' আনামের গলা এবার একটু ক্লান্ত শোনাচ্ছে। এই ছেলেটা তাকে নিয়ে কী শুরু করেছে?

'সমস্যা কী মানে?' অশোক খুব বিস্মিত হলো। 'ব্যাপারটা আপনার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে না?'

'না। আমার ঘুম স্বপ্নহীন, এই তথ্যটা তো খুব একটা আনন্দদায়ক সংবাদ না। তাই না?' আনাম ঠাণ্ডা গলায় বলল। অশোক কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার সামনে বসা লোকটির দৃষ্টি ভারি অদ্ভুত। হঠাৎ গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললে যে ধরনের বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে মানুষ তাকায়, এর দৃষ্টি অনেকটা সেরকম। সে একটু সামনে ঝুঁকে বলল, এবার আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব।'

আনাম হাত উল্টে ঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে বলল, 'করেন।'

'চার বছর আগে যে ঘটনাটি ঘটেছিল তেমন ঘটনা কি আপনার জীবনে প্রথম?'

আনাম মাথা নাড়ল, 'না।'

'তার মানে এমনটা আগেও ঘটেছে?' অশোক উৎসাহী হলো। 'কবে?'

আনাম বলতে শুরু করল, 'তিন বছর বেকার জীবন কাটাবার পর একবার এক পরিচিত ভদ্রলোকের সুবাদে একটা আশাতীত রকমের ভালো চাকরির সম্ভাবনা দেখা দিলো। ভদ্রলোকের সঙ্গে সেদিন সন্ধ্যায় তার অফিসে দেখা করার কথা। তিনি বললেই চাকরিটা হয়ে যায়। পরদিন আবার তিনি চলে যাবেন ব্যাংকক। একটা চাকরি আমার কত দরকার ছিল তা আপনি বুঝবেন না...'

'হ্যাঁ, তারপর, তারপর কী হলো?'

'দুপুর থেকে কাগজপত্র নিয়ে আমি তৈরি হয়ে আছি। ভাবছি হাতে দুঘণ্টা সময় নিয়ে বেরোব। অফিসটা গুলশানে, অনেকদূর।'

'তারপর?'

'তারপরেই হঠাৎ প্রচণ্ড ঘুম পেল। চারদিক অন্ধকার করা ঘুম। আমি

BanglaBook.org

কিছুতেই জেগে থাকতে পারলাম না। ঘুমিয়ে পড়লাম।'

'ঘুম ভাঙল কখন?'

'চার দিন পর।'

'আর?'

'আরেকবার, তখন আমি বেশ ছোট। স্কুলে পড়ি। আমার মেজদা রাজনীতি করত। একটু আধটু মাস্তানিও করত। তার শত্রু ছিল অনেক। তার অপোজিশন গ্রুপের এক ছেলের ছোট ভাই আবার ছিল আমার প্রাণের বন্ধু। নাম সবুজ।'

'হুঁ।'

'একদিন খেলার মাঠে সবুজ আমাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, 'আনাম, একটা খুব জরুরি কথা আছে। খুব জরুরি।' আমি ভয় পেয়ে গেলাম। সবুজ বলল, 'ওর ভাই ও তার বন্ধুরা মেজদাকে খুন করার পরিকল্পনা করেছে।' বলল, 'তোর মেজদাকে আজই কোথাও পালিয়ে যেতে বল। আর কথাটা কাউকে বলিস না।'

'তারপর?'

'আমি উদভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি ফিরে দেখি মেজদা নেই। পাড়ার দোকানে আড্ডা দিতে গেছে। আমি কেঁদে ফেললাম। মা চিন্তিত হয়ে বলল, কী হয়েছে আনু? আমি বললাম, কিছু না। আমি মেজদাকে খুঁজতে যাচ্ছি। এসে বলব।'

'তারপর আপনি ভাইকে খুঁজতে বেরিয়ে গেলেন?'

'না। আমার ঘুম পেতে লাগল। আমি প্রাণপণে জেগে থাকতে চাইলাম। কিছুতেই পারলাম না। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।'

'ঘুম ভাঙল কখন?'

'তিন দিন পর।'

'আর আপনার ভাই?'

'ততক্ষণে তার দাফন হয়ে গেছে।'

কথা শেষ করে আনাম উঠে দাঁড়ালো। ইলেকট্রোএনকেফালোগ্রাম না কী যেন, ওটা করার পর থেকে মাথায় একটা ভোঁতা অনুভূতি হচ্ছে। একটু বমি বমিও লাগছে।

'আনাম সাহেব,' অশোক নরম গলায় বলল, 'আমি আপনার আরেকটা পরীক্ষা করব। মালটিপল স্লিপ লেটেনসি টেস্ট। এমএসএলটি। আপনি কি দয়া করে আরেক দিন আসবেন?'

আনাম একটা নিঃশ্বাস ফেলল। এই ছেলেটি তার পেছনে জোঁকের মতো লেগে আছে। অশোকের চেম্বার থেকে বের হয়ে আনাম দীর্ঘ পথ হাঁটল। গ্রীন রোড থেকে হাঁটতে হাঁটতে শাহবাগ, সেখান থেকে ইউনিভার্সিটি, ভার্সিটি থেকে

BanglaBook.org

নিউমার্কেট, ঘোরলাগা মানুষের মতো হেঁটে চলল সে। সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পকেট হাত দিয়ে দেখে চাবি মানিব্যাগ সবই হারিয়ে ফেলেছে। অন্ধকার সিঁড়িঘরে অনেকক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইল সে। জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলার জন্য প্রথমে নিজের ওপর একটু রাগ হলেও শেষ পর্যন্ত হেসে ফেলল সে। কত গুরুত্বপূর্ণ আর জরুরি জিনিসই হারিয়ে যায় জীবন থেকে। ঘরে ঢুকতে না পেরে আনাম আবার বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। রাতের আলোকিত ঢাকা শহরে হাঁটতে শুরু করল এলোমেলো পায়ে।

'তোমার কী হয়েছে বলো তো অদিতি?'

মনিরের কথায় অদিতির কোনো ভাবান্তর হলো না। যেভাবে টিভির দিকে তাকিয়েছিল, তেমনি তাকিয়ে থেকে উত্তর দিলো,

'কী আবার হবে?'

'এই যে, চুপচাপ হয়ে আছো কদিন ধরে?'

'কী করতে বলো?'

'তোমার নাম আমি গল্পবুড়ি দিয়েছিলাম না? সারা দিন ধরে গল্প জমিয়ে রাখতে। সন্ধ্যাবেলা গল্পের ঝাঁপি খুলে বসতে।'

অদিতি রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপতে টিপতে বলল, 'রিপ ভ্যান উইংকলের গল্প শুনেছো? রিপ ভ্যান উইংকল পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। সে কী কালঘুম। দীর্ঘ ঘুম। সেই ঘুম ভাঙল একশ বছর পর। একশ বছর পর পাহাড় থেকে নেমে এসে রিপ ভ্যান উইংকল দেখে তার চারপাশের জগত বদলে গেছে। রিপ ভ্যান উইংকলের এখন আর কেউ নেই।' অদিতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তারপর কী হলো?' মনিরের কণ্ঠ ভারি শোনালো।

'তারপর দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। আকাশের রঙধনু মিলিয়ে গিয়ে আতশবাজি পোড়ে। বাদ্য বাজে। সানাই। আর রিপ ভ্যান উইংকলকে টেনে নিয়ে যায় পাতালের গাঢ় অন্ধকার ঘুম। তার ঘুম আর ভাঙে না।'

অদিতির চোখ ছলছল করে উঠল। 'তারপর কত হাজার বছর পেরিয়ে যায়। অনেক অনেক দিন পর রিপ ভ্যান উইংকল পাহাড় থেকে নেমে আসে। এসে দেখে কোথাও কেউ নেই। সব হারিয়ে গেছে। সবাই হারিয়ে গেছে।'

'অদিতি, কাঁদছো ?' মনির জড়িয়ে ধরল অদিতিকে।

'কেমন লাগল গল্পটা?'

'কাঁদবে? তবে কাঁদো।'

মনিরের বুকে মুখ গুঁজে অদিতি কেঁদে চলল।

BanglaBook.org

কেস থ্রি। খায়রুল আনাম। বয়স ছত্রিশ।

হিস্ট্রি অফ থ্রি অ্যাটাকস অফ হাইপারসমনোলেন্স। অ্যাটাকের ঠিক পূর্ববর্তী সময়ে অস্বাভাবিক খিদে, মনোবৈকল্য এবং হ্যালুসিনেশনের একটা স্টেজ আছে। অদিতি রহমানকে ব্যাপারটাতে না জড়ালেও চলত। ইলেকট্রোএনকেফালোগ্রামে জেনারেল স্লোইং অফ ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাকটিভিটি। প্যারক্সিসমাল বার্স্ট অব হাই ভোল্টেজ। ৪ থেকে ৬ হার্টজ ওয়েভ। স্যাম্পলের ব্যক্তিগত বিষয়ে গবেষকের জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। এম এস এলটি শোজ এক্সেসিভ স্লিপিনেস। দীর্ঘ ঘুমের মধ্য থেকে ক্লেন লেভিন সিনড্রোমের রোগীকে জাগিয়ে তোলা আপাত অসম্ভব। ঘুমের দৈর্ঘ্য প্রথমবার ছিল তিন দিন, দ্বিতীয়বার চার দিন, তৃতীয় এবং শেষবার এক সপ্তাহ। নিউরোইমাজিং এবং সিএসএফ স্টাডি নরমাল। অদিতি রহমান জানলেন কেন সেদিন আনাম আসতে পারেননি। জেনে তার কষ্ট বাড়ল না কমল?

কম্পিউটার বন্ধ করে অশোক অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। অনেক ফালতু বাক্য ঢুকে গেছে। এগুলো ডিলিট করতে হবে। আনাম সাহেব কি এবার কথা রাখতে পারবেন?

অদিতি চুপচাপ বসে আছে অশোকের চেম্বারে। দেয়ালে সাঁটা মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক পোস্টারগুলো পড়ছে মনোযোগ দিয়ে। অশোক তার রোগীদের আজ একটু তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিয়েছে। অদিতি অধৈর্য ভঙ্গিতে একবার ঘড়ি দেখল। ছয়টা চল্লিশ। মনির ওকে এখানে সাড়ে পাঁচটায় নামিয়ে দিয়ে গেছে। এক ঘণ্টার ওপর হতে চলল। রাত আটটায় মনির আবার তাকে নিতে আসবে। অদিতি টেবিল থেকে একটা হেলথ ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল।

যে ঘুমে স্বপ্ন নেই তা অনেকটা মৃত্যুর মতো। সেই ঘুম কবরের শীতল আর অতল গহ্বরে মানুষকে টেনে নিয়ে যায়। চেতন-অবচেতনের মাঝামাঝি, মর্ত্য আর পাতালের মাঝখানে অনিশ্চয়তায় দুলতে থাকা আত্মাটা আদৌ আর জাগবে কিনা কেউ জানে না। যদি আর না জাগে? যদি আর কখনোই না জাগে?

'তুমি কি আবার জেগে উঠতে চাও আনাম?'

'না, চাই না। একশ বছর পর অচেনা ভালোবাসাহীন মমতাহীন এক পৃথিবীতে আর জেগে উঠতে চাই না।'

'তবে ঘুমাও। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো।'

'কে তুমি? কেন এভাবে বারবার আমাকে ঘুম পাড়াও?'

'আমি তোমাকে জীবনের অপ্রয়োজনীয় ঘটনাবলি থেকে দূরে সরিয়ে রাখি।'

'না, তুমি কেউ না। একে বলে হিপগোগমিক হ্যালুসিনেশন।' অশোক সাহেব আমাকে বুঝিয়ে বলেছেন। তুমি ঘুম-পূর্ববর্তী দুঃস্বপ্ন।

'না আনাম। স্বপ্ন কী তা তো তুমি জানোই না। তোমার ঘুম স্বপ্নহীন।

BanglaBook.org

তোমার ঘুম মানেই মৃত্যু।'

'তুমি দূর হও এখন। আমাকে জেগে উঠতে হবে। আমার কোনো এক জায়গায় যাবার কথা। কেউ একজন অপেক্ষা করে থাকবে।'

'কেউ অপেক্ষা করে নেই। কেউ অপেক্ষা করে থাকে না আনাম। অযথা জটিলতা বাড়িও না।'

'দয়া করো। তুমি একটু দয়া করো। আমাকে যেতে দাও। আমার যাওয়াটা খুব প্রয়োজন।'

'কিছুই প্রয়োজন নয়। যে যেমন আছে তেমন থাক। তুমি ঘুমাও আনাম। ঘুমই শান্তি।' আনামের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। সে টেনে চোখের পাতা খুলতে পারে না। ঘুমের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে সে ক্লান্ত স্বরে বলে, 'আমাকে তবে আর জাগিও না তুমি। আমাকে ঘুমাতে দিও। এই ঘুম আর ভাঙ্গিও না।'

'ঠিক আছে। আর ভাঙ্গাব না। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও।'

বাইরে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বৃষ্টির শব্দে কিছুই শোনা যাচ্ছে না। তবু এর মধ্যেই অস্পষ্ট একটা পায়ের আওয়াজ পেয়ে অদিতি উৎকর্ণ হয়। কাকভেজা হয়ে অশোকের চেম্বারে ঢুকল মনির। ইলেকট্রিসিটি নেই। ঘরে দুটো মোমবাতি জ্বলছে। মোমের ঝাপসা মায়াবী আলোয় ভূতের মতো দুজন মানুষ বসে আছে। মনিরকে দেখে অদিতি উঠে দাঁড়ালো।

'তুমি এসেছো?'

'হ্যাঁ।'

'চলো তবে। ঘরে যাই।'

একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস অন্ধকার ঘরের ভেজা বাতাসের সঙ্গে মিশে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

কোমা

পিউপিল কনস্ট্রিকটেড। নন রিঅ্যাকটিভ।

ঘন কালো নিকষ অন্ধকারের মধ্যে দূরে কোথায় যেন আলো জ্বলে উঠল।

খুব মৃদু ঠাণ্ডা একটা আলো। আলোটা খানিকক্ষণ চোখের সামনে নাচানাচি করেই নিভে গেল। তারপরই সেই দূরবর্তী কণ্ঠস্বর।

চোখের তারা সংকুচিত। প্রতিক্রিয়াহীন।

তারপর আবার অন্ধকার। নীরবতা আর নিস্তব্ধতার এক নাম না জানা জগৎ। সে জগৎ শব্দহীন, আলোহীন, অনুভূতিহীন। সেই অতল অন্ধকারে শুয়ে থাকতে হঠাৎ ঝলকানির মতো একটুখানি আলো আর একটুখানি শব্দ দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেলে মনে হয় যেন এক জীবন শেষ হয়ে গেছে। আরেক জন্মের জন্য এবার অপেক্ষা করে থাকতে হবে। কত যুগ কত শতাব্দী পর একেকটা জন্ম আসে কে জানে। এ এক অদ্ভুত জীবন তার। এই জীবনে শুধু সময় আছে । তার এই জীবনটা কেবল সময় পরিক্রমের।

অ্যাকসিডেন্টটা কীভাবে হলো?

ট্রাক-ধাক্কা দিয়েছিল, সামনে না পেছনে?

গাড়িতে আর কে কে ছিল?

ওয়াইফ, তার কিছু হয়নি?

কিছু না?

স্ট্রেঞ্জ!

লুদমিলা মাথা নিচু করে শুনছে। দুর্ঘটনায় তার কিছু হয়নি-এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নিয়ে আলোচনা বিস্তৃত হয়ে চলেছে। সাবিরের মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া, না তার বিস্ময়করভাবে অক্ষত অবস্থায় বেচেঁ যাওয়া-এ মুহূর্তে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সে বুঝতে পারছে না।

আরে হায়াত-মউত সব আল্লার হাতে। বুঝলেন, একবার আমি ঢাকা থেকে চাটগাঁ যাচ্ছি। কুমিল্লার কাছে বাস সটান পড়ে গেল খাদে। আটজন স্পট ডেড। বাকিরা সিরিয়াসলি ইনজুরড। কেবল আমি বেরিয়ে এলাম সুস্থ দেহে। হাসতে

BanglaBook.org

হাসতে। নো কাটাছেঁড়া, নো ব্লিডিং, বুঝুন ব্যাপারটা! ভদ্রলোক কথাগুলো বলে অহঙ্কারী ভঙ্গিতে ঘাড় উঁচু করে সবার দিকে তাকালেন। এটা কি বেঁচে থাকার অহঙ্কার?

লুদমিলা তার দিকে বিষন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আহা, সাবিরের বেলায়ও যদি তাই হতো! সাবিরও যদি তার দোমড়ানো-মোচড়ানো টয়োটা করোলা ডিএক্স থেকে বেরিয়ে আসত হাসতে হাসতে, সুস্থ শরীরে। নো কাটাছেঁড়া, নো ব্লিডিং। যদি সাবিরও।

লুদমিলা আর ভাবতে পারছে না।

'ভিড় করবেন না। আপনারা এখানে ভিড় করবেন না, প্লিজ। আমাদের কাজ করতে দিন।'

একজন ডাক্তার কথাগুলো বলে শশব্যস্ত ভঙ্গিতে আইসিইউর কাচের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ভিড়ের মধ্য থেকে একজন উৎসাহী লোকও তার পিছু পিছু এগিয়ে গেলেন।

ভাই, আমাদের রোগীর কী অবস্থা?

ডাক্তারটি মহাব্যস্ত। মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, খারাপ খুব খারাপ। ব্রেইন স্টেম হেমোরেজ। এসব ক্ষেত্রে...।

ভেতরে ঢুকে পড়ায় তার শেষ কথাগুলো আর শোনা গেল না।

উৎসাহী ভদ্রলোক ফিরে এলেন হতাশ ভঙ্গিতে।

এই দেশের ডাক্তাররা লোকের সঙ্গে কথাই বলতে চায় না। ভদ্রলোকটি মতামত ব্যক্ত করলেন। তাকে সায় দিলেন আরেকজন।

'ঠিকই বলেছেন। ইউরোপে দেখেছি'

লুদমিলা আবার মাথা নিচু করল। ভদ্রলোকটি ইউরোপে কী দেখেছেন সে বৃত্তান্ত বর্ণনা করছেন। অন্যরা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। সে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

সাবির কি মরে গেছে, সে কি নিঃশ্বাস নিচ্ছে এখনো?

তার হৃৎপিণ্ড কি এখনো ধুকপুক করছে?

উহ্! কেন সে নিজে মরে গিয়ে সাবির বেঁচে থাকল না?

কেন লোক এ কথা বলার সুযোগ পেল না গাড়িতে আর কে ছিল হাসবেন্ড তার কিছু হয় নি?

স্ট্রেঞ্জ কিছু যদি ঘটবেই তবে বিপরীতটাই কেন ঘটল না?

কেন, কেন?

এটা কি ফয়স লেক? নাকি ইছামতী নদী?

এখন কি শীতকাল? পানির ওপর এত ঘন কুয়াশা যে দু'হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না।

BanglaBook.org

নৌকাটা দুলছে। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিকনির্দেশনাহীন।

নৌকাটাতে বোধহয় মাঝি নেই।

পেছনে অনেক দূরে ফেলে আসা ঘাটে লোকজন হৈ চৈ করছে; শোনা যায় কি যায় না। তারা কি ওকে এগোতে নিষেধ করছে, ফিরে যেতে বলছে?

সে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল। কিছুই ভালো বোঝা গেল না। হঠাৎ বুকের ওপর একটা চাপ অনুভব করল সে। চাপটা ক্রমেই প্রবল হচ্ছে। বুকটা যেন গুঁড়িয়ে দিচ্ছে কেউ পা মাড়িয়ে।

'উহ!' শব্দটা গলা থেকে বেরিয়ে ঠোঁটের কাছে এসে থেমে গেল। কোনো আওয়াজ বেরুলো না। কিন্তু কারা যেন খুব খুশি হয়ে উঠল।

পেইন রেসপন্স প্রেজেন্ট স্যার। পেশেন্ট ইজ রেসপন্ডিং।

তারপর আর কিছু নেই। সুন্দর স্নিগ্ধ লেকটাও হুট করে হারিয়ে গেল। আবার নিঃশব্দ অন্তহীন অন্ধকারে ডুবে গেল সবকিছু।

'আমি তোমাকে কষ্ট দিয়েছি লুদমিলা।

'দাও। তোমার ইচ্ছে।'

'তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি।'

'দিও। একমাত্র তুমিই দিতে পারো।'

'আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারিনি দুঃখ ছাড়া।'

'লাগবে না। কিছু দিতে হবে না।'

'তুমি কেন কিছু চাও না বলো তো?'

'কে বলল চাই না, চাই তো।'

'কই? কখনো তো বলো নাই।'

'তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। কখনো যেও না।'

'তোমাকে ছেড়ে যাব, তুমি ভাবতে পারলে!'

'হ্যাঁ, ভাবতেও পারি না। ভাবতেই ভয় লাগে। বলো তুমি, যাবে না। কখনো না। কোনোদিন না।'

'যাব না। যাব না। আমার লুদমিলা। অবুঝ পাখির বাচ্চা। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব?'

'লুদমিলা, লুদমিলা। এই, কী হলো?'

'লুদমিলা চোখ তুলে দেখে কে যেন তাকে ডাকছে। চোখভর্তি পানির জন্য সে মেয়েটার চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না।

'লুদমিলা, আমি। আমি টুম্পা। চিনতে পারছিস না?'

'পারছি।'

'এত ভেঙে পড়িস না। দেখিস সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই একটু শক্ত হ।'

BanglaBook.org

'আমি শক্তই আছি।' লুদমিলা নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল।

করিডোরের ভিড়টা অনেক কমে গেছে। যে যার গন্তব্যে চলে যাচ্ছে ধীরে। জগতের কোনো কিছুই তো কারো জন্য থেমে থাকে না।

কিন্তু সাবিরের সঙ্গে লুদমিলার জীবনটাও যে এই আইসিইউর দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

'তুই সারা দিনে কিছু খেয়েছিস, নাকি কাল থেকে এখানে এভাবেই বসে আছিস?'

লুদমিলা চুপ করে রইল। টুম্পা বলল, 'ওঠ। আমি দুটো স্যান্ডউইচ এনেছি। খেয়ে নে।'

'সাবির উঠুক। একসঙ্গে খাব।'

'লুদমিলা। পাগলামি করিস না। প্লিজ।'

পাগলামি? সাবিরের জেগে ওঠার আশা করাটা কি তাহলে পাগলামির পর্যায়ে চলে গেছে? কই লুদমিলাকে তো কেউ কিছু এখনো বলেনি? সে শূন্য দৃষ্টিতে টুম্পার দিকে তাকিয়ে রইল।

কানের খুব কাছে পানির শব্দ। ছল ছল ছলাৎ।

ছল ছল ছলাৎ। আর কিছু নেই। সব শূন্য। সব ফাঁকা।

এভাবে ভেসে ভেসে সে কোথায় যাচ্ছে, কোন দিকে, কোন দেশে?

'আমার হাত ধরো সাবির।'

কে যেন কথা বলে উঠল কানের কাছে। কে? কে?

এত অন্ধকার কেন চারদিকে, সে কি তবে অন্ধ হয়ে গেছে!

'সাবির। ভয় পেও না। আমি আছি।'

ভয়? ভয় কী? তার তো কোনো বোধ নেই। ভয় নেই, ব্যথা নেই, সুখ নেই, আনন্দ নেই। সে কেবল সময় পরিক্রম করে চলেছে। এ এক অনন্ত যাত্রা তার।

জার্নিটাই আসল বুঝলে সাবির, আমাদের এই পথ চলাতেই আনন্দ। পথের শেষে কী আছে তা জেনে কী হবে?

কে যেন বলেছিল কথাটা, সেই কোনকালে, কোন জনমে। লুদমিলা, উর্মিলা বা এই ধরনের নামের কোনো মেয়ে। সে এখন কোথায়?

পথটা একার। কেউ সহযাত্রী নয় সাবির।

আবার সেই অচেনা কণ্ঠ। কে, কে তুমি?

আহ্ সিস্টার, দাঁড়িয়ে কী দেখছেন, সাকশন দিন দেখছেন না গলায় শব্দ করছে,

কে যেন আস্ত একখানা নল ঢুকিয়ে দিলো গলার ভেতরে।

তারপর বিচ্ছিরি ঘড় ঘড় ঘড় শব্দ।

BanglaBook.org

'বিপি ফলিং স্যার। সেভেনটি অভার ফিফটি।'

'ডেপামিন চালু করেন। তাড়াতাড়ি।'

'তোমাকে নিয়ে অনেক হাঁটব। অনেক পথ। অনেক দূর পথ হাঁটতে পারবে তো লুদমিলা?'

'পারব।'

'ক্লান্ত হয়ে পড়বে না তো?'

'না, হব না।' সাবিরের ঘাড়ে মুখ গুঁজে সে বলেছিল একদিন। সাবিরের কি সেসব কথা কিছু মনে পড়ে না এখন?'

কিছুই মনে পড়ে না?

ডাক্তাররা হঠাৎ কেন যেন অতিরিক্ত ছোটাছুটি শুরু করেছে। কেমন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাদের চেহারা। লুদমিলা কাচের গায়ে নাক ঠেকিয়ে দেখতে চেষ্টা করল। একগাদা যন্ত্রপাতি লাগানো সাবিরের শরীরে। কার্ডিয়াক মনিটর, ভেন্টিলেটর, সাকার মেশিন, সেন্ট্রাল ভেনাস ক্যাথেটার আরো কী কী নাম বলছিল নার্স ও ডাক্তাররা। লুদমিলা নামগুলো মনে করে। এরা শেষ সময়ে সাবিরকে জড়িয়ে ধরে আছে, লুদমিলা যা করতে পারছে না।

'টুম্পা, টুম্পা। দ্যাখ।'

'কী?'

'ঐ যে মেয়েটা । কে ও?'

টুম্পাও কাচে গাল ঠেকালো। 'কার কথা বলছিস?'

ঐ বাদামি চোখের ডাক্তার ?'

না না। ডাক্তার না। নার্সও না। অন্য কেউ। কালো পোশাক পরা। মাথা ঢাকা। দেখছিস না?'

'কোথায়?'

'দেখতে পাচ্ছিস না তুই, কী আশ্চর্য! সাবিরের মাথার কাছে।'

টুম্পা সাবিরের মাথার কাছে কোনো কালো পোশাক পরা মেয়ে দেখতে পেল না। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। লুদমিলা পাগল হয়ে যাবে। ওকে এখান থেকে সরানো দরকার।

'সাবির, সাবির, মন স্থির করো। লক্ষ্যস্থির করো।

অদ্ভুত কণ্ঠটা আবার কথা বলছে। কিসের লক্ষ্য জীবনের, জীবনের লক্ষ্য কী আসলে, মৃত্যুর দিকে ধাবিত হওয়া ছাড়া?

'তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। কখনো না।'

কে যেন বলেছিল কথাটা? কে? কোথায় সে?

'মনিটরে ভিএফ হচ্ছে স্যার।'

'চার্জ দ্য ডিফিট্রিলেটর উইথ টু হান্ড্রেড জুল।' কে যেন গভীর গলায় আদেশ

BanglaBook.org

করল। তারপরই চিৎকার।

'সবাই সরে দাঁড়ান। এভরিবডি অফ। অ্যাম গোয়িং টু শক হিম।'

সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করে দিয়ে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে গেল। সাবিরের শরীরটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল পরপর তিনবার। তার অনেকখন পর খুব দূরে একটা আলো জ্বলে উঠল। চাঁদের আলোর মতো ফিকে বিষন্ন একটা আলো।

'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।'

'ধুর সাবির! এটা কি বন নাকি, এটা ঢাকা শহর।'

বিচ্ছিরি নোংরা ঢাকা শহর।'

'বনই তো। মানুষের বন। মানুষগুলো হিংস্র। শ্বাপদ। গাড়িগুলোও। দেখো ঐ ট্রাকটা। কেমন দৈত্যের মতো। সাবধানে চালাও সাবির।'

'সাবধানে চালাতে পারব না। আমি মাতাল ড্রাইভার।

'ওমা, তুমি আবার কখন মদ খেলে?'

'খেয়েছি। পৃথিবীর উৎকৃষ্টতম মদ।'

'কোথায়?'

'এই যে,আমার পাশে।'

'দুষ্টুমি করো না সাবির। রাস্তার দিকে দেখো।'

লুদমিলা ছটফট করে উঠল।

'আমি জানি। আমি জানি টুম্পা। ও সাবিরকে নিতে এসেছে। ও ডাইনী। আমি ঠিক চিনতে পেরেছি।'

'লুদমিলা, শান্ত হ। প্লিজ। তুই ভুল দেখছিস।'

'না। যেতে দে টুম্পা। তোর পায়ে পড়ি।'

'লুদমিলা, লুদমিলা।' টুম্পা ওকে আর সামলাতে পারছে না।

একজন তরুণ ডাক্তার ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল ।

'পেশেন্টের কী হয়?'

'স্ত্রী।' টুম্পা বলল।

'খুব বেশি সমস্যা করলে একটা ডায়াজিপাম ইনজেকশন দিয়ে দিন।' নার্সের দিকে তাকিয়ে বলল ডাক্তারটি। তারপর টুম্পার দিকে ফিরে বলল, 'এক্সিউট স্ট্রেস রিঅ্যাকশন। এমনটা হতেই পারে। আপনি ওর সঙ্গে থাকবেন।'

কথাটা বলে আবার ভেতরে ঢুকে গেল ডাক্তার। নার্স একটা ইনজেকশন হাতে এগিয়ে এল ওদের দিকে।

'ভিএফ পারসিসটিং, স্যার। নো ইমপ্রুভমেন্ট।'

'এপিনেফ্রিন দিন। আইভি। আর ডিফিব্রিলেটর আবার চালু করেন।'

পানির শব্দটা আরো বেড়েছে। ছল ছল ছলাৎ।

BanglaBook.org

'সাবির কষ্ট পাচ্ছো?'

'না, কোনো কষ্ট নেই।'

'কে, কে তুমি?'

'আমি শামান। ইতিহাসের শামান নারীদের নাম শোননি? আমরা উপশম করি। আমরা যন্ত্রণা লাঘব করি।'

'তুমি আমার হাত ধরো।'

'কেন?'

'আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। পথ চিনিয়ে দেব।'

'কিসের পথ?'

'যে পথে তুমি আছো কিন্তু এগোতে পারছো না। মাঝপথে আটকে আছো।'

'কেন তুমি আমাকে পথ চেনাবে?'

'বলেছি তো। আমি শামান। শামানের কাজ হলো আত্মাকে পথ চেনানো। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়া।'

'গন্তব্য আসল নয়। পথই আসল।

'না সাবির । ভুল। গন্তব্যটাই শেষ কথা। এবার চলো।'

পিপ পিপ পিপ পিপ তীব্র শব্দে মনিটর সতর্ক সংকেত দিতে শুরু করেছে।

'অ্যাসিস্টোল স্যার।'

'ডিফিব্রিলেটর রেডি।'

'এভরিবডি অফ। ওয়ান, টু, থ্রি।'

'নো ইমপ্রুভমেন্ট। স্টিল অ্যাসিস্টোল।'

'শুড উই গো অন, স্যার?'

'ওয়েল, জাস্ট ওয়ান মোর টাইম।'

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে লুদমিলার। টুম্পা তাকে জড়িয়ে ধরে আছে। কালো পোশাক পরা মেয়েটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না সে। 'কে ওখানে, কীভাবে গেল?' লুদমিলা টুম্পার বুকে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল।

'তুমি বলেছিলে কখনো ছেড়ে যাবে না। তুমি কথা দিয়েছিলে।'

'লুদমিলা। শান্ত হ। লক্ষ্মী মেয়ে। একটু শান্ত হ।'

'আমি কিছু চাই নি তোমার কাছে। শুধু এইটুকু চেয়েছিলাম।'

'লুদমিলা। ওহ্ লুদমিলা।' টুম্পা কেঁদে ফেলল এইবার।

লুদমিলা গুনগুন করে গাইতে শুরু করল। তার কণ্ঠ ক্রমেই জড়িয়ে আসছে।

অনেক্ষণ পর কে যেন গম্ভীর গলায় আদেশ করল, 'অফ এভরিথিং ফ্রম দ্যা বডি।'

BanglaBook.org

চাঁদ ডুবে চলে গেলে

পোঁ পোঁ আওয়াজ করতে করতে অ্যাম্বুলেন্সটা এসে সামনের বিল্ডিংটার সামনে থামল। কয়েকজন ইউনিফর্ম পরা লোক ছুটে গিয়ে ঢুকল বিল্ডিংটার ভেতর। একটু পরই তারা বেরিয়ে এল স্ট্রেচারসহ। স্ট্রেচারে সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা লাশ। স্ট্রেচারসহ অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে ঝটপট উঠে বসল ওরা কজন। তারপর আবার আকাশ বাতাস কাঁপানো পোঁ পোঁ শব্দ তুলে চলে গেল গাড়িটা। ওরা চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্তও আওয়াজের রেশটা লেগে রইল কানে।

জানালার পর্দা টেনে দিয়ে সুজানা ফিরে এল। আরো একটা মৃত্যু। আরো একজন আত্মহত্যা করেছে এই শহরে। নিজের বিছানায় বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। কী যে হয়েছে ওদের এই ছোট শহরটার! যেন অশুভ কিছু ভর করেছে শহরের মানুষদের ওপর। একের পর এক আত্মহত্যা করে চলেছে ওরা। আপাদমস্তক সুখী গৃহস্বামীও হঠাৎ স্ত্রী-সন্তান আর আনন্দে ভরপুর সংসার ফেলে নির্বিকার চিত্তে গলায় ছুরি চালিয়ে দিচ্ছে। সকালবেলা বাচ্চাকে স্কুলে রেখে এসে কী মনে করে রান্নাঘরের স্টোভ ওভেনে মাথা গলিয়ে দিচ্ছে তরুণী মা।

বিকেলবেলা মাঠে খেলতে গিয়ে আর বাড়ি ফিরে আসছে না চার কিশোর বন্ধু। পরদিন তাদের মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে উঁচু দেয়ালের ওপারে, খাদে, থেঁতলানো অবস্থায়। শহরের হাসপাতালের মর্গটাতে লাশ আঁটছে না আজকাল। মৃতদেহগুলোর ময়নাতদন্ত ঝুলে আছে। ঝুলে থাকবে না-ই বা কেন, গেল সপ্তাহে হাসপাতালের অটোপসি রুমে পাওয়া গেল দুই ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের রক্তাক্ত লাশ। ময়নাতদন্ত করতে করতেই নিজেদের কব্জিতে সার্জিক্যাল নাইফ বসিয়ে দিয়েছিলেন দুজনে, মারা গেছেন অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে।

এটা একটা অভিশপ্ত শহরে পরিণত হয়েছে গত দুই মাসে। বিপ বিপ। টেলিফোনটা বেজে উঠল। বাজতেই থাকল ওটা। সুজানা শুনেও না শোনার ভান করল অনেকক্ষণ। কিছুই ভালো লাগছে না তার। সবকিছু কেমন বিষন্ন আর ভারাক্রান্ত লাগছে। এগারো বার রিং বাজার পর রিসিভার তুলল সে।

BanglaBook.org

'হ্যালো।'

'সুজানা, তুমি ফোন ধরছিলে না কেন? উহ, কী ভয়টাই না পেয়েছিলাম!' শমীকের গলা খুব উদ্বিগ্ন শোনালো।

'কেন?'

'না, ভাবছিলাম, ভাবছিলাম...'

'ভাবছিলে আমিও গলায় তার পেঁচিয়ে সিলিংয়ে ঝুলে পড়েছি কিনা?'

শমীক কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ভাঙা গলায় বলল, 'কী শুরু হলো চারদিকে বল তো সুজানা!'

সুজানাও ভেঙে পড়ল, 'শমীক, চলো আমরা কোথাও পালিয়ে যাই। এ শহর ছেড়ে অনেক দূরে কোথাও। এখানে আমার আর ভালো লাগছে না। খালি মৃত্যু আর মৃত্যু। এটা একটা মৃত্যুপুরী হয়ে গেছে।'

'শুনেছো পুলিশ প্রতিটি ঘর থেকে ছুরি, দা, স্ক্রু ড্রাইভার, দাহ্য পদার্থ ইত্যাদি বিপজ্জনক জিনিস সিজ করতে শুরু করেছে। শহরের প্রত্যেকটি মানুষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।'

সুজানা আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলল, 'কেউ মরতে চাইলে তাকে কি আর আটকে রাখা যায়! সে কোনো না কোনো উপায় বের করে ফেলেই।'

'তা অবশ্য ঠিক।' শমীকও সায় দিলো।

'কাল আমার ফুফুর মৃত্যুসংবাদ পেলাম।' সুজানা বলল। 'তুমি তো জানো আমার মা-বাবা ছোটবেলায় মারা গেছেন। আপনজন বলতে কেবল এই ফুফুই ছিলেন।'

'কীভাবে মারা গেলেন তিনি?'।

'এসিড খেয়ে। দুপুরবেলা এক বোতল এসিড কিনে এনেছিলেন দোকান থেকে। কার্নিশের রঙ উঠিয়ে নতুন রঙ করবেন বলে। সেই এসিড গলায় ঢেলে দিয়েছেন। ঠোঁট-মুখ নাকি গলে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।'

'তুমি দেখতে যাওনি?'

'নাহ্।'

'ভালো করেছো। এই সব দেখতে আর ভালো লাগে না।'

'ঠিক বলেছো। আর ভালো লাগে না। ইচ্ছে হয় আমিও...'

'ছিঃ সুজানা। খবরদার, ও চিন্তা মাথায়ও এনো না।'

'আনতে চাই না তো।'

'এরকমটা মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দেবে।'

'ঠিক আছে, দেব।'

'তোমার পায়ে পড়ি সুজানা, আমাকে তক্ষুনি ফোন করবে।'

BanglaBook.org

'বললাম তো, করব।'

'আর সব সময় মন ভালো রাখার চেষ্টা করবে। উৎফুল্ল থাকবে।'

'বেশ, চেষ্টা করব।'

'এখন তবে রাখি সুজানা। আমাকে আবার আজকের সুইসাইডাল কেসগুলোর রিপোর্ট করতে হবে।'

শমীক ফোন রেখে দিলে সুজানা টিভি খুলে বসল। মজার মজার সব কার্টুন শো, সার্কাস আর কমেডি দেখাচ্ছে আজকাল। লোকজনকে উৎফুল্ল রাখার চেষ্টা। পাড়ায় পাড়ায় ফান গেম, কনসার্ট আর খেলাধুলার আয়োজন করা হচ্ছে সরকারি খরচে। কিছুক্ষণ কার্টুন দেখে টিভি অফ করে দিলো সুজানা। গায়ে সোয়েটার চাপিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। খুব শীত পড়েছে আজ। হাড়কাঁপানো বাতাস বইছে বাইরে। সন্ধ্যা নামছে শহরের বুকে। ভীষণ বিষন্ন আর হলুদ এক সন্ধ্যা।

আজকে মৃত্যুর সংখ্যা ছয়। মরবার জন্য বিচিত্র সব পন্থা বের করছে এ শহরের লোকজন। উত্তর পাড়ার এক ত্রিশোর্ধ্ব ভদ্রলোক টেবিলের ওপর রাখা এক বক্স আলপিন খেয়ে ফেলেছেন। তার গলাটা রক্তাক্ত। ছবিটা তুলে কোনোমতে পালিয়ে এসেছিল শমীক। ওহ, কী বীভৎস!

পুলিশ বিভাগের মাথা খারাপ হয়ে যাবার উপক্রম। আত্মহননের মতো এমন অদ্ভুত অপরাধপ্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। পুলিশের দুজন উচ্চপদস্থ অফিসারও সম্প্রতি আত্মহত্যা করেছেন।

কিন্তু এরকমটা হচ্ছে কেন?

ডাক্তার, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, পুলিশ, সমাজবিজ্ঞানী সবাই মিলে হাজার হাজার মিটিং আর সভা করেও কোনো কূল পাচ্ছেন না।

ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে করিডোরটা পেরিয়ে এসে শমীক তিনশ দুই নম্বর রুমে নক করল।

'কে?' ভেতর থেকে একটা কণ্ঠ শোনা গেল। শমীক উত্তর দিলো,

'শমীক। নর্থ ক্রনিকল-এর।'

'ভেতরে আসেন। দরজা খোলাই আছে।'

দরজার নব ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকল শমীক। একটা লম্বা টেবিলের ওপর সারি সারি মাইক্রোস্কোপ। টেবিলের ওপাশে শেলফ, শেলফে হাজার হাজার স্লাইড। টেবিলের এক কোণে ল্যাম্প জ্বেলে মাইক্রোস্কোপের আই পিসে চোখ রেখে কাজ করছে দুরিয়া। ফরেনসিক প্যাথলজিস্ট। মেয়েটার বয়স নিতান্তই অল্প কিন্তু ভারি চশমার কারণে একটু বেশি গম্ভীর দেখায়।

আই পিস থেকে চোখ তুলে একটু হাসল দুরিয়া, 'আরে শমীক সাহেব। আসেন।'

BanglaBook.org

'আমাকে নাকি খুঁজছিলেন?' শমীক একটা টুল টেনে বসল।

'হ্যাঁ। মরচুয়ারি থেকে এলেন?'

'হুঁ। এই রিপোর্ট করতে আর ভালো লাগে না। আর কত?'

শমীকের কথা শুনে চশমাটা একটু ওপরে ঠেলে দিয়ে গম্ভীর গলায় দুরিয়া বলল, 'ঠিক বলেছেন। আর কত?'

'আমার এখনো সন্দেহ হয়, জানেন?' শমীক বলল, 'এগুলো সত্যি সত্যি আত্মহত্যা তো, হত্যাকাণ্ড নয় তো? কোনো সাইকোপ্যাথ হয়তো একের পর এক মানুষ খুন করে নিখুঁতভাবে আত্মহত্যার ঘটনা সাজিয়ে দিচ্ছে।'

'না। এগুলো আত্মহত্যাই। সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।'

'কিন্তু হঠাৎ করে একটা এলাকার সব মানুষ এভাবে ক্ষেপে উঠবে কেন? কী অবিশ্বাস্য!'

দুরিয়া হাত বাড়িয়ে মাইক্রোস্কোপের সামনের ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিলো তারপর রোলিং টুল ঘুরিয়ে বসে বলল, 'কারা বেশি আত্মহত্যা করে জানেন?'

'কারা?'

'ডিপ্রেশনের রোগীরা। আত্মহত্যার প্রবণতা তাদের মধ্যেই সর্ব্বোচ্চ।'

দুরিয়ার কথা শুনে হেসে ফেলল শমীক। 'আপনি কি বলতে চাইছেন আমাদের এই শহরের সব মানুষ ডিপ্রেশনে ভুগতে শুরু করেছে? একসঙ্গে? এটা সম্ভব? তাছাড়া এমনটা হবারও কোনো কারণ নেই। এ শহরের মানুষ আপাতদৃষ্টিতে সুখী। তারা সচ্ছল। জীবনযাপন প্রণালী সহজ ও সুন্দর। কোনো ক্রাইসিস নেই, অভাব-দারিদ্র্য-যুদ্ধবিগ্রহ নেই।'

দুরিয়া চোখ থেকে চশমা খুলল, 'এই হলো মুশকিল। আপনারা ভাবেন মানসিক রোগগুলো পুরোপুরিই মানসিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। ব্যাপারটা তা নয়। অধিকাংশ মানসিক রোগেরই বায়োকেমিক্যাল ও প্যাথলজিক্যাল ব্যাখ্যা আছে। মন ও শরীর আলাদা কিছু নয়। দুটোর মধ্যে তফাৎ হলো, একটা স্পর্শ করা যায়, অন্যটা স্পর্শাতীত। অধরা।'

কথাগুলো বলে রোলিং টুল ছেড়ে উঠে পড়ল দুরিয়া। আলো নিভিয়ে ঘরটা অন্ধকার করে দিয়ে স্লাইড প্রজেক্টর চালু করে দিলো। স্ক্রিনে একের পর এক ভেসে উঠল লাল নীল গোলাপি রঙের কতগুলো ছবি। ছবিগুলোর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না শমীক। ছবির কোনো কোনো রঙিন জায়গায় লেসার লাইট ফেলে দুরিয়া বোঝাতে শুরু করল।

'দেখুন, এই যে জায়গাটা, এর নাম লোকাস সেরুলিয়াস। মিডব্রেনের একটা বিশেষ অংশ। দেখুন, জায়গাটা কেমন ফাঁকা। এখানে এক্সটেনসিভ সেল লস হয়েছে। নিউরনগুলো কেমন খেয়ে গেছে। দেখেন, পরেরটাও তাই। এর

BanglaBook.org

পরেরটাও। এগুলো সব আত্মহননকারী মৃতদের মিডব্রেনের স্লাইড। অদ্ভুত সাদৃশ্য। তাই না?'

'তো?

দুরিয়া প্রজেক্টর বন্ধ করে আলো জ্বেলে দিলো।

'শুনুন, ডিপ্রেশনের প্যাথলজির সঙ্গে কয়েকটি জিনিস গভীরভাবে জড়িত। হিউম্যান ব্রেনের মেসোলিমবিক পাথওয়েতে ডোপামিনারজিক অ্যাকটিভিটি, ব্রেনের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিউরোট্রান্সমিটার সেরোটোনিনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং কর্টেক্সে সেরোটোনিন রিসেপটরের সংখ্যা ও রেসপনসিভনেস। এই পোস্টমর্টেম স্টাডিতে শুধু যে মিডব্রেনের সেলুলার লস ধরা পড়েছে তা-ই নয়, আমি কয়েকটা নিউরোইমাজিংও করেছি। পজিট্রন ইমিশন টমোগ্রফি করে দেখেছি, এদের প্রত্যেকের ব্রেনে সেরোটোনিন রিসেপটরের সংখ্যা ও পরিমাণ স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে শতকরা প্রায় চল্লিশ ভাগ কম। শুধু সিরিয়াস প্রাইমারি ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে রোগীদের এমন হতে পারে।'

'তার মানে এরা সবাই ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন?'

'একিউট মেজর ডিপ্রেশন। সহসা বিশ্বচরাচর ছাপানো বিষন্নতায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তারা। বেঁচে থাকার সমস্ত স্পৃহা ও আনন্দ হঠাৎ করে হারিয়ে ফেলেছিলেন। আর এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না তাদের।'

শমীক অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। এমনটা কি সম্ভব? কেনই বা তা হবে ? জোৎস্নায় তারা দেখেছিল কোন ভূত?

দুরিয়া কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে বলল, 'ব্যাপারটা এখনো শুধু ধারণা। সন্দেহ করেছি মাত্র। এখনো অনেক কিছু প্রমাণ করা বাকি। এখনই এ সম্পর্কে কিছু লিখবেন না। প্লিজ।'

'আপনার কি কোনো ধারণা আছে, কেন এরকম হচ্ছে?'

'না, কোনো ধারণা নেই। তবে একটি এলাকার বিপুলসংখ্যক মানুষ যখন কোনো একটি বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয় তখন প্রথমেই যে বিষয়গুলো সন্দেহের খাতায় আনতে হয়, টক্সিসিটি বা বিষক্রিয়া তাদের মধ্যে অন্যতম।'

'বিষক্রিয়া?'

'হ্যাঁ। তা হতে পারে বায়ু বা পানিদূষণ আকারে, অথবা রেডিয়েশন বা অন্য যে কোনো কিছু। ব্যস, শমীক সাহেব। এর বেশি কিছু আমারও ধারণায় নেই। আপনার মনে কোনো সন্দেহ এলে জানাবেন।'

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে শমীক ফুটপাত ধরে এলোমেলো হাঁটল। চারদিকের দালানকোঠা, রাস্তা, স্ট্রিট লাইট, আকাশ বাতাস-এ শহরের সবকিছুই

BanglaBook.org

কেমন যেন বিষন্নতায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। কোনো কিছুতেই আর প্রাণের উচ্ছাস নেই। একটা পার্কের বেঞ্চিতে বসে পড়ে সুজানাকে ফোন করল সে। সুজানাকে নিয়ে সে ইদানীং আতঙ্কে ভুগছে। মেয়েটা আজকাল কী সব কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে।

'হ্যালো সুজানা, কেমন আছো তুমি?'

'ভালো না। ভালো লাগে না কিছু। তুমি কখন আসবে শমীক?'

সুজানার কণ্ঠ এমন অসহায় আর আর্ত শোনালো যে শমীক অস্থির হয়ে উঠল।

'কী, কী হয়েছে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুজানা, 'জানি না।'

'তুমি একদম মন খারাপ হতে দেবে না সুজি। প্লিজ। আমার কথা শোনো। আমি কালই আসব।'

'কাল?'

'আচ্ছা, আজই। পত্রিকা অফিসে গিয়ে ছবিগুলো প্রিন্ট করে দিয়েই চলে আসব। ততক্ষণ তুমি একটু হাসিখুশি থাকো। প্লিজ।

'বেশ। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। রাতে একসঙ্গে খাব কিন্তু।'

'হ্যাঁ, একসঙ্গে খাব। এখন রাখি সুজানা।'

কথা শেষ করেই হাঁটা দিলো শমীক। কাজগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। সুজানার কথাবার্তা ভালো না। রীতিমতো টেনশন হচ্ছে ওর। অফিস গিয়েই ডার্করুমে ঢুকে পড়ল সে। ছবিগুলো প্রিন্ট করে পেস্টিংয়ে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল অফিস থেকে। অনেক আগেই সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাস্তাগুলোতে বিষন্ন হলুদ আলো। গাড়িগুলোর হেডলাইটও কেমন ম্লান।

সুজানার ফ্ল্যাটটা অন্ধকার। অনেকক্ষণ কলিংবেল টিপল শমীক। কোনো আওয়াজ পাওয়া গেল না ভেতর থেকে। শমীক দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কে যখন একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে তখনই খুট করে খুলে গেল দরজা।

সুজানা একটা ছাই রঙের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। চুলগুলো উস্কুখুস্কু। চোখের নিচে কালি।

'কী হয়েছে তোমার? দরজা খুলতে এত দেরি করলে কেন?'

অধীর হয়ে প্রশ্ন করল শমীক। সুজানা ক্লান্তস্বরে জবাব দিলো, 'ভেতরে এসো।'

'বেশি আলো ভালো লাগে না। চোখে লাগে।'

শমীক হাতের জিনিসপত্র ফেলে সুজানার মুখটা দুহাতে ধরে ওকে চুমু খেল। 'সুজানা, কী অবস্থা হয়েছে তোমার। এত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?'

BanglaBook.org

সুজানা ওর বুকে মুখ পেতে কেঁদে ফেলল, 'জানি না, জানি না শমীক। আমার কিছু ভালো লাগে না। মরে যেতে ইচ্ছে করে। অনেক দূরে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে।

অনেক দূরে।'

শমীক চমকে উঠল। এসব কী বলছে সুজানা? তার পেটের ভেতরটা কেমন করে উঠল। সুজানাকে নিয়ে সে এখন কী করে?

'তোমার কি এমন হয় না শমীক? মাঝে মাঝে মনে হয় না কিসের জন্য বেঁচে আছি? কী লাভ বেঁচে থেকে? কেবল আহার ঘুম জাগরণের এই বেঁচে থাকা?' সুজানা ফিস ফিস করে বলল।

শমীক সোফায় বসে পড়ল। দুহাতে মুখ ঢেকে বলল, 'হ্যাঁ, মনে হয়। মাঝে মাঝে মনে হয়। তারপর কাজের চাপে সব ভুলে যাই।'

'কাজের চাপ? কিসের কাজের চাপ? কেন কাজ করো তুমি? কাজ করতে ভালো লাগে?'

'না, ভালো লাগে না। উপার্জনের জন্য করি।'

'উপার্জন। কী অর্থহীন জীবন আমাদের, ভাবো! কী একঘেয়ে আর বিষন্ন। কোনো মানে হয় না এরকম জীবনযাপনের।'

'তবে কী করতে চাও তুমি,

সুজানা শমীকের গা ঘেঁষে বসল। কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'চল আমরা এই অর্থহীন জীবনের ইতি টেনে দিই এখনই। আমার কাছে অনেকগুলো ঘুমের বড়ি আছে। চল দুজনে মিলে ওগুলো খেয়ে একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ি। শান্তির ঘুম।'

কথাটা বলে সুজানা শমীকের কানে আলতো করে কামড়ে দিলো। শমীকের মনে হলো সে যেন এক পিপে মদ খেয়েছে। নেশাতুর হয়ে গেছে পুরোপুরি। নিজের ওপর তার আর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সুজানাকে জড়িয়ে ধরে সে বলল, 'কেন এসব বলছো সুজি? জীবন অনেক সুন্দর।'

'না। জীবন কুৎসিত। জেনেছি আমি। জেনে গেছি। সব ভালোবাসা যার বোঝা হলো দেখুক সে মুত্যু ভালোবেসে। চলো শমীক। এসো।'

সুজানা টেবিলের ওপর সব সাজিয়েই রেখেছিল।

দুই গ্লাস পানি। দুই বোতল ঘুমের ওষুধ। চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল ওরা দুজন।

'প্রথমে তুমি একটা খাবে, আমি একটা। তারপর আমি দুটো তুমি দুটো। তারপর তুমি তিনটে আমি তিনটে। এভাবে বাড়তে থাকবে। এটা একটা খেলা, কেমন?' সুজানা হাসতে হাসতে বলল।

শমীক রাজি হলো খেলতে। প্রথম বড়িটা সে-ই গিলল। পানিটা বিস্বাদ। তেতো তেতো। সুজানাও খেল একটা বড়ি। তারপর খেলাটা চলতে থাকল।

BanglaBook.org

দুটো দুটো, তিনটে তিনটে, চারটা চারটা...এভাবে খেলাটা শেষ হতে সময় নিলো চল্লিশ মিনিট। শেষের দিকে ব্যাপারটা বেশ উপভোগ্যই হয়ে উঠল। দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে তারা হাসতে লাগল। যদিও তাদের হাসি জড়িয়ে গেল শেষ দিকে।

'শমীক, এবার চলো ঘুমাই।'

'চলো।'

'জানো অনেক দিন অমি ঘুমাইনি। অনেক-অ-নে-ক দিন।

'আমিও।'

'আজ রাতে ঘুমুব। গভীর ঘুম।'

'হ্যাঁ।'

'এসো।'

শমীক আর সুজানা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল। মাথার কাছের জানালাটা খুলে দিয়েছে সুজানা। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঢুকছে ঘরে। ওরা দুজন ঘন হয়ে সরে এল পরস্পরের দিকে।

'ভালো লাগছে শমীক?'

'হুঁ। খুব ভালো।'

'শীত লাগছে?'

'লাগুক।'

'তবে হিটারটা বন্ধ করে দিই?'

'দাও।'

'ঠাণ্ডায় জমে যাবে কিন্তু।'

'ভালোই হবে। লাশ পচবে না, হাঃ হাঃ।'

নিজেদের রসিকতায় তারা অনেকক্ষণ হাসল। হিটার বন্ধ করে দেয়ায় ঘরটা রেফ্রিজারেটরের মতো হিমশীতল হয়ে পড়ল ধীরে ধীরে। ওদের হাতপায়ের রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

'শমীক। শমীক।' সুজানার গলার স্বর অস্পষ্ট। ভাঙ্গা ভাঙ্গা।

'বলো।' শমীক ফিসফিস করে বলল।

'আরো কাছে সরে এসো।'

'পারছি না।'

'জড়িয়ে ধরো আমাকে।'

'পারছি না

সুজানা আর কোনো কথা বলল না। বাইরে শীতল জ্যোৎস্না। মৃত্যুর মতো শীতল আর ভয়ংকর।

BanglaBook.org

*** *** ***

বিপ বিপ। বিপ বিপ। বিপ বিপ।

শব্দটা কানের কাছে বেজে চলেছে অনেকক্ষণ ধরে। বাঁ হাতটা অনেক কষ্টে মাথার কাছে আনল শমীক। লোহার মতো শক্ত হয়ে আছে হাতটা। ফোনের বাটনটা টিপল অনেক কসরত করে।

'হ্যালো, হ্যালো। শমীক সাহেব বলছেন? হ্যালো, শমীক সাহেব?'

শমীক একবার পাশে শোয়া সুজানার দিকে তাকালো। সুজানার শরীরটা ঠাণ্ডা শক্ত মমির মতো। ঠোঁট দুটো নীল।

'হ্যালো, শমীক সাহেব। আমি দুরিয়া।

'দু-রি-য়া।' অনেক কষ্টে উচ্চারণ করতে পারল শমীক।

'আপনার সাহায্য দরকার শমীক সাহেব।' খুব উদভ্রান্ত শোনালো দুরিয়ার গলা। 'ক্যাডমিয়াম। ভয়াবহ দূষণে দূষিত হয়ে পড়েছে শহরের ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম। ক্যাডমিয়াম ধাতু মিশে আছে পানির সঙ্গে। এই পানি পান করার বিরুদ্ধে এখনই ব্যাপক প্রচারণা দরকার। শমীক সাহেব, শুনছেন, কী হলো? গণআত্মহত্যার রহস্যটা আমরা জেনে গেছি।'

শমীক পাশে শোয়া সুজানার শক্ত নিথর ঠাণ্ডা মুখটা স্পর্শ করল। ফিসফিস করে বলল

দেখুক সে...

মৃত্যুকে ভালবেসে...।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দেবশিশু

হঠাৎ দেখলে প্রাণীগুলোকে মানবশিশু বলে চেনা মুশকিল। তাদের ত্বকের বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় ক্ষত ও ফোস্কা, কানগুলো ঝোলা, ঠোঁট বলতে কিছু নেই। হাত-পাগুলো সেঁধিয়ে আছে ডাম্বেলাকার শরীরের ভেতর। পারিসার গা গুলিয়ে উঠল। বমি পেয়ে গেল তার। সে জিদানের হাত চেপে ধরে ভয়ার্ত গলায় বলল, 'এখানে কেন?' জিদান নির্বিকার। তার চোখ দুটো চঞ্চল। ঘরটা ক্রিস্টালের, একটা কেমিকেলের গন্ধ সারা ঘরজুড়ে। ঘরের মধ্যে পঞ্চাশটা কিম্ভূতকিমাকার বিকলাঙ্গ প্রাণী। কেউ ঘুমিয়ে আছে, কেউ গড়াচ্ছে, কেউ খেলছে, কেউ বীভৎস ভঙ্গিতে হাসছে। এদের মধ্য দিয়ে কোনোমতে পথ বের করে পারিসাকে নিয়ে এগিয়ে গেল জিদান। তার হাতের ভেতর পারিসার নরম হাত দুটো থির থির করে কাঁপছে। এই বীভৎস দৃশ্য পারিসা বোধহয় সহ্য করতে পারছে না। ঘরের একেবারে পূর্ব কোণে গিয়ে জিদান থামল। তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মেঝেতে ঘুমিয়ে থাকা কিলবিলে জিনিসটার গলায় ঝুলতে থাকা কার্ড পড়ে নিয়ে নিশ্চিত হলো সে।

'কিউ টু ফোর জি নাইন। হ্যাঁ, এটাই।'

পারিসার দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে হাসল জিদান।

'এটাই পারিসা। আমাদের সন্তান।'

বিচ্ছিরি প্রাণীটাকে থাকতে দেয়া হয়েছে জিদানের স্টাডিরুমে। জিদান মহা উৎসাহে ওটার জন্য খাবার তৈরি করতে লেগে পড়েছে। পারিসা সোজা উঠে এল নিজের ঘরে। দরজা বন্ধ করে বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে ফেলল সে। জিদানকে সে কিছুতেই বুঝতে পারে না। গত পাঁচ বছরে একটুও বোঝেনি। একটা বাচ্চা দত্তক নেয়ার কথা অনেক দিন থেকেই জিদানকে বলে আসছিল সে। জিদান কানেও তুলছিল না সে কথা। সারা দিন সে ব্যস্ত থাকে তার গবেষণার কাজ নিয়ে, পারিসার দিন কীভাবে কাটে সেটা সে কী করে বুঝবে? পারিসা হাল ছেড়ে দিয়েছিল। মাসখানেক আগে জিদান তার ল্যাবরেটরি থেকে একটু তাড়াতাড়িই

BanglaBook.org

ফিরে এল। উত্তেজিত এবং উচ্ছ্বসিত হয়ে পারিসাকে পাশে বসিয়ে বলল, 'শোন পারিসা। আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমার মতটা জানা দরকার।'

'কী?' পারিসা অবাক হয়েছিল।

'আমরা একটা বাচ্চা দত্তক নেব। সবকিছু আমি ফাইনাল করে ফেলেছি। শুধু তোমাকে জিজ্ঞেস করা বাকি।' জিদানের কথা শুনে খুশিতে ওকে জড়িয়ে ধরেছিল পারিসা।

'সত্যি? সত্যি বলছো তুমি ?'

জিদান ওকে আদর করতে করতে বলেছিল, 'হ্যাঁ, সত্যি।' তারপর থেকে কত প্রস্তুতি পারিসার। বাচ্চার জন্য কাপড়-চোপড়, খাবারের কৌটা, গোসলের টব, মখমলের জুতো, উলের টুপি, খেলনা হাঁস, এমনকি ছবিওয়ালা বই পর্যন্ত কেনা হয়ে গেছে তার। বাচ্চাটার জন্য একটা ঘরে খেলনা আর রঙিন ছবি দিয়ে বোঝাই করে ফেলেছে সে। আর এই সেই বাচ্চা!

কাঁধে জিদানের হাতের স্পর্শ পেয়ে পারিসা মুখ তুলল। জিদান হাতের চেটো দিয়ে তার চোখ মুছে দিলো।

'কাঁদছো কেন পারিসা।'

'কাঁদব না?' পারিসা ক্ষুব্ধ গলায় বলল। 'এসবের অর্থ কী জিদান? বুঝিয়ে বলো আমাকে।' জিদানকে খুব শান্ত আর অবিচলিত দেখায়।

'শোন পারিসা। অস্থির হয়ো না। এটা কোনো সাধারণ শিশু নয়। এটা একটা অসাধারণ শিশু। আমাদের সৌভাগ্য যে ওকে আমরা পেয়েছি।'

'আমি কোনো অসাধারণ শিশু চাই না। আমি একটা সুস্থ সুন্দর বাচ্চা চাই জিদান। তাকে আমি আদর করব, কোলে নেব, লোফালুফি করব, তাকে নিয়ে খেলব, পড়াব, বেড়াতে নিয়ে যাব, আরো কত কিছু যে করব! আর তুমি এ কাকে নিয়ে এলে?'

জিদান ওকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলো।

'এতো বিচলিত হচ্ছো কেন পারিসা? তুমি জানো আগামী তিরিশ বছরের জন্য রাষ্ট্রে রিপ্রোডাকটিভ সেন্টারের বাইরে সন্তান উৎপাদন নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ যাদের অনুমোদন করবে কেবল তারাই ল্যাবরেটরিতে সন্তান উৎপাদনের জন্য নিজেদের শরীর থেকে কোষ দান করতে পারবেন। সে সৌভাগ্য থেকেও আমরা বঞ্চিত হয়েছি। চারদিকে সবাই পাগল হয়ে দত্তক নেবার মতো বাচ্চা খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না। বিকলাঙ্গই হোক আর অসুস্থই হোক আমরা একটা বাচ্চা তো অন্তত পেলাম।'

'চাই না আমার ও বাচ্চা। তুমি ওকে ফেরত দিয়ে এসো।' আবার কেঁদে ফেলল পারিসা। জিদান ওর পাশে বসল। নরম গলায় বলল, মানবিক দিকটাও

BanglaBook.org

একটু ভাবো পারিসা। ছয় মাস আগে ল্যাবরেটরিতে রেডিয়েশনজনিত এক দুর্ঘটনায় পঞ্চাশটা জাইগোটে সিরিয়াস জেনেটিক পরিবর্তন ঘটে যায়। ব্যাপারটা ধরা পড়ে বাচ্চাগুলোর জন্মের পর। বিকলাঙ্গ বাচ্চাগুলোর বাবা-মায়েরা ওদের নিতে অস্বীকৃতি জানালে কর্তৃপক্ষ পঞ্চাশটা শিশুকে এক্সপেরিমেন্টাল অ্যানিমেল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল রিসার্চ-এ দিয়ে দেয়। এই শিশুগুলোর ভবিষ্যৎ হচ্ছে গবেষণাগারের খাঁচায় পোরা সাদা ইঁদুরের মতো। অন্তত একটাকে তো আমরা বাঁচাতে পারলাম।

পারিসার মন একটুও গলল না এসব কথায়। স্টাডি রুম থেকে ভয়ংকর ধরনের খলখল হাসির শব্দ ভেসে আসছে। রক্ত হিম করা সেই হাসির আওয়াজ। কিলবিলে প্রাণীটার কথা কল্পনা করে আরেকবার শিউরে উঠল সে। সে এবার বমি করতে ছুটে গেল বাথরুমে।

একটা উদ্ভট আকৃতির বিচ্ছিরি প্রাণী জিদানের জীবনযাত্রাই পাল্টে দিয়েছে। লেখাপড়া, সেমিনার, বক্তৃতা, গবেষণার কাজ-সব ভুলে গেছে সে। জিদানের সমস্ত দিন এখন ব্যয় হয় কিউ-এর সঙ্গে। কিউ নামটা জিদানেরই দেয়া। বাচ্চাটার কোড নম্বরটাকেই একটু সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছে সে। বিয়ের পর থেকে স্বামীর প্রতিটি নতুন কাণ্ডকারখানা দেখে প্রতিবারই বিস্মিত হয়েছে পারিসা। কিন্তু এরকম অবাক আগে কখনো হয়নি। কাজপাগল উদাসীন নির্লিপ্ত স্বভাবের লোকটার মধ্যে এত বাৎসল্যরস লুকিয়ে ছিল সে কখনো কল্পনাও করেনি। কিন্তু কিউ নামের অদ্ভুত প্রাণীটা এতদিনেও পারিসার মন একটুও দখল করতে পারেনি। তাকে পারিসা মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। ওটাকে দেখলেই সারা শরীর কেন যেন গুলিয়ে ওঠে তার। তার ওপর ওটা তার স্বামীকে তার কাছ থেকে প্রায় কেড়ে নিয়েছে বললেই চলে। জিদান আজকাল গভীর রাতে কখন স্টাডিরুম থেকে নিজের ঘরে ফেরে পারিসা তা জানতেও পারে না। মাঝেমাঝে সে ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

'তুমি ওটাকে যেখান থেকে এনেছো সেখানে ফেরত দিয়ে আসবে কী না বলো।'

জিদান এ কথা শুনে প্রায় ভেঙে পড়ে।

'তুমি এসব কী বলছ পারিসা? বাচ্চাটার জন্য কি তোমার একটুও মায়া হয় না!'

'না, হয় না।' পারিসা কঠিন গলায় বলে।

'প্লিজ পারিসা। আমি কথা দিচ্ছি ও তোমার চোখের সামনে কখনো আসবে না। আমি ওকে বলে দেব। তবু তুমি ওকে তাড়িয়ে দিও না।'

জিদানের অসহায় আর করুণ মুখ দেখে পারিসা নরম হতে বাধ্য হয়। কেননা সে তার এই পাগলাটে, আশ্চর্য ধরনের আর ছেলেমানুষ স্বামীকে খুব

BanglaBook.org

ভালোবাসে। প্রতিভাবানরা নাকি এরকমই হয়, লোকে বলে। পারিসা তাই অফিস থেকে ফিরে ঘর গোছায়, মিউজিক শোনে, রান্না করে, একা একা ছাদে হাঁটে আর তারা দেখে। কখনো খেলনা আর ছবিবোঝাই সাজানো ঘরটাতে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় তার। কোনো দিকে খেয়াল থাকে না।

মাঝে মাঝে তার একটু কৌতূহলও হয়। লোকটা দিনরাত বাচ্চাটার সঙ্গে কী করে? একরাতে ঘুম ভেঙে পাশে জিদানকে না দেখে কৌতূহল দমাতে না পেরে সে হেঁটে চলে গেল নিচতলায়, জিদানের স্টাডিরুমের সামনে। ঘরের জানালা দিয়ে সে যে দৃশ্য দেখল তা অকল্পনীয়।

চোখে চশমা সেঁটে সিরিয়াস ভঙ্গিতে কম্পিউটারে নানা অঙ্ক কষে চলেছে জিদান। আর তার সামনে বসা দলা পাকানো প্রাণীটা অদ্ভুত খসখসে গলায় কীসব আওড়ে যাচ্ছে। তার চোখ দুটো বিস্ফারিত। ক্ষতওয়ালা শরীরে লালচে ঘাম।

'জিরো নাইন ওয়ান ইনটু সেভেন হানড্রেড ফরটি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স...'

জিদান মহা উত্তেজিত। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর?'

'ডিভাইডেড বাই...ডিভাইডেড বাই...'

'বলো। বলো কিউ।'

'ওঁ...ওঁ...ওঁ...হঠাৎ বিকট গলায় চিৎকার করে উঠল ওটা। পারিসা আতঙ্কে বরফের মতো জমে গেল। কেমন একটা ভুতুড়ে পরিবেশ ঘরটার ভেতর।

'কিউ বলো। বলো প্লিজ। এটাই লাস্ট ইকুয়েশন।'

জিদান অস্থির ভঙ্গিতে বলল।

'জানি না। আমি জানি না। জানি না। জানি না।'

কিউ একই কথা বারবার বলছে।

'চেষ্টা করো।' জিদান এবার ধমকে উঠল। 'চেষ্টা করো কিউ। প্রবেশ করো।'

'করেছি।' অনেক কষ্টে কিউ উচ্চারণ করতে পারল কথাটা।

'এবার দেখ। ভালো করে খুঁজে দেখ।'

'আ-আমি-আমি আর পারছি না।'

'পারতেই হবে।' হিংস্র দেখাচ্ছে জিদানকে।

'সম্ভাব্য তিনটা সমাধান আছে।' কিউ-এর শরীরটা কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। তারপর শুরু হলো খিঁচুনি। সেই সঙ্গে বিশ্রী ভয়ঙ্কর ওঁ ওঁ আওয়াজ। এই ভয়াবহ দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর দেখা সম্ভব হলো না পারিসার পক্ষে। সে ছুটে পালিয়ে এল ওখান থেকে। নিজের ঘরের দরোজা বন্ধ করে ভয়ে কাঁপতে শুরু করল সে। পরপর কয়েক গ্লাস পানি খেয়েও তার বুকের ধড়ফড়ানি কমল না।

কী হচ্ছে ? কী হচ্ছে এসব ?

পরদিনটা খুব অস্থিরতায় কাটল পারিসার। আতঙ্ক আর সন্দেহ। একটা

BanglaBook.org

অদ্ভুত কৌতূহল হচ্ছে তার। মনে হচ্ছে জিদানকে সে এতদিনে একটুও চেনেনি। লোকটা আসলে তার একেবারে অচেনা। রাত একটু গভীর হলে সে আজও চুপি চুপি চলে গেল নিচে। নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো স্টাডিরুমের জানালায়। জিদান আর কিউ কম্পিউটার গেম খেলছে। দুই মহাকাশযাত্রীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলছে। ঠাস ঠাস, দ্রুম দ্রুম, কিউব কিউব...উইপন ছোড়ার শব্দ হচ্ছে। পরস্পরকে ঘায়েল করতে পেরে খুব মজা পাচ্ছে দুজন। জিদানের মহাকাশযানটা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেলে আনন্দে খলখল করে বিচ্ছিরি গলায় হেসে উঠল প্রাণীটা। জিদানও হেসে ফেলল তার সঙ্গে। নির্মল ছেলেমানুষী হাসি। ওদের হাসি দেখে জানালার এই পাশে পারিসার ঠোঁটেও হাসি ফুটল। সারা দিনের অস্বস্তিটা একটু একটু মুছে যেতে শুরু করেছে ওর। নিশ্চিন্ত বোধ হচ্ছে অনেক। জিদানকে চিনতে পারছে আবার।

'তুমি খুব চালাক কিউ।' হাসতে হাসতে বলল জিদান।

'হ্যাঁ। আমি খুব চালাক।' কিউ মাথা নেড়ে স্বীকার করল কথাটা।

'তবে আমার চেয়ে চালাক নও।' জিদান আবার হাসল।

'না। তোমার চেয়েও চালাক।'

'না না। কিউ, ফুটানি করো না।'

'ফুটানি করছি না। সত্যি বলছি।'

'সত্যি বলছো!' জিদান হঠাৎ একটু সিরিয়াস হয়ে উঠল। 'কেন? কোন দিক দিয়ে তুমি বেশি চালাক, বলো?

'আমি যা পারি তুমি তা পারো না।'

'তা ঠিক, তা ঠিক।' জিদান এবার মাথা নাড়ল। 'তুমি অসাধারণ।'

'না, অসাধারণ না। আমি অ্যাবনরমাল। অস্বাভাবিক।'

'ঐ একই কথা। তুমি সাধারণ নও।'

'কেন বলো তো?' কিউকে খুব ব্যথিত দেখাল।

'তুমি তো জানো কিউ। এটা একটা দুর্ঘটনা। রিপ্রোডাকটিভ সেন্টারে একটা ছোট দুর্ঘটনায় ল্যাবরেটরিটা বিটা পারটিকল দিয়ে দূষিত হয়ে পড়েছিল। এর তেজস্ক্রিয় প্রভাব পড়েছিল পঞ্চাশটা জাইগোটের ওপর। এতে তোমাদের ক্রোমোজোমাল মিউটেশন ঘটে যায়। ডিএনএর সব সিকোয়েন্স উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। এ ধরনের সিরিয়াস ড্যামেজের পর ভ্রূণগুলোর আর বেঁচে থাকার কথা নয় কিন্তু খুব আশ্চর্যজনকভাবে তোমরা বেঁচে গেলে। কিন্তু পরিণত হলে এক অদ্ভুত প্রাণীতে।

'হ্যাঁ। আমরা অদ্ভুত। কিম্ভুত কিমাকার। কারো মতো নই দেখতে।'

'শুধু দেখতে? ক্ষমতাতেও। হ্যাঁ, খেলবে নাকি আরেক দান?' জিদান প্রশ্ন করল। খেলব। তবে তুমি হারবে। নিশ্চিত জানি। তবু খেলব। খেলাটাই মজা। হারজিত বড় কথা নয়। জিদানের কথা শুনে অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকাল কিউ। মাথা

BanglaBook.org

নেড়ে বলল, হ্যাঁ। খেলাটাই মজা। খেলাটাই মজা। জানালার কাছ থেকে সরে এল পারিসা।

দেশজুড়ে রীতিমতো হৈচৈ পড়ে গেছে। পত্রপত্রিকার খবর টেলিভিশনে বুলেটিন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না পারিসা। সেদিন টাউন হল সেমিনারে যা ঘটে গেল তা সত্যি হৈচৈ ফেলার মতো ঘটনাই বটে। একজন প্রথিতযশা গবেষকের স্ত্রী হিসেবে সেও ছিল ওখানে। ড. লি তার নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই ডেকেছিলেন সেমিনার। কসমোলজির এসব জটিল ব্যাপার-স্যাপার পারিসা ঠিক বোঝে না। তবে মহাকাশ ভ্রমণে সময়ের পিছিয়ে পড়াজনিত সমস্যা দূর করার বিষয়েই যে তার গবেষণা এ কথা মোটামুটি সবাই জানে। এ ব্যাপারে হিসেব-নিকেশ করে একটা সফল সমাধানে পৌঁছে যেতে পেরেছেন বলে দাবি করছেন তিনি। বক্তৃতার মাঝামাঝি জিদান উঠে দাঁড়ালো হঠাৎ, এ ধরনের সেমিনারের কানুন ভঙ্গ করে। উপস্থিত বিজ্ঞানীরা একটু রুষ্টই হলেন। সভাপতি ড. শেন বললেন, 'আপনার বক্তব্য আমরা পরে শুনব, ড. জিদান। আপনি বসুন।'

'আমি বসব না মহামান্য ড. শেন।' জিদান জেদী ভঙ্গিতে বলল, 'এ ধরনের সেমিনারে আমরা আসি নতুন কিছু শুনতে। পুরনো বস্তাপচা কথা শুনতে নয়।'

'পুরনো? বস্তাপচা!' ড. লির ছোট ছোট চোখ দুটো লাল হয়ে গেল। 'কী বলছেন এসব ড. জিদান? এই সমস্যা নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে বিজ্ঞানীরা ভাবছেন। আমিই একমাত্র একটা সমাধানে পৌঁছতে পেরেছি।'

'আপনিই একমাত্র? শ্লেষ ঝরে পড়ে জিদানের কণ্ঠে। আপনার সমাধানটা চুরি করা ড. লি।'

'চুরি করা, কী বলতে চান আপনি?'

জিদান মঞ্চে উঠে এল। মঞ্চে রাখা কম্পিউটারের কয়েকটি বাটন টিপতেই স্ক্রিনে ভেসে উঠল কতকগুলো সংখ্যা। একের পর এক ইকুয়েশন দেখিয়ে চলল সে। সঙ্গে ব্যাখ্যা। ঝাড়া চল্লিশ মিনিট বক্তৃতা দিয়ে সে হতভম্ব দর্শকদের দিকে ফিরল।

'এটা আমার বের করা সমাধান। ড. লির অনেক আগেই সমাধানটা আমি বের করে ফেলেছি। লি ওটা কোনোভাবে চুরি করেছেন।'

লির ফর্সা মুখটা লাল হয়ে গেল।

'ষড়যন্ত্র। নিশ্চয়ই এটা কোনো ষড়যন্ত্র। এ হতেই পারে না। এ সমাধান আমি বের করেছি। আমার আট বছরের পরিশ্রম। সাধনা। বিশ্বাস করুন আপনারা।'

কেউ বিশ্বাস করল না কথাটা। সবাই ছিঃ ছিঃ করতে লাগল। কেবল পারিসা ছাড়া। পারিসার পেটের মধ্যে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি

BanglaBook.org

হচ্ছে ওর। ফেরার পথে সে উদ্ভাসিত ও আনন্দে উদ্বেল জিদানের সঙ্গে একটা কথাও বলল না।

'শালা। বাটু বিজ্ঞানী কোথাকার।' জিদান খুশি খুশি গলায় বলে উঠল। 'বেলস-এ পড়ার সময় সব সময় আমার পেছনে লেগে থাকত। স্যারদের প্রিয় ছাত্র ছিল বলে খুব হামবড়া ভাব ছিল। এবার বুঝলি তো মজাটা।'

পারিসা আহত চোখে তাকালো জিদানের দিকে। এই লোকটা তার অচেনা। অচেনা, নিষ্ঠুর এবং নীচ। বাড়ি ফিরে খেলনা ঘরের দরজা আটকে অনেকক্ষণ কাঁদলো পারিসা। মনে হচ্ছে সবকিছু ভেঙ্গেচুরে গেছে ওর জীবনে; তার বিশ্বাস, আস্থা, ভালোবাসা-সব, সবকিছু। সে এখন কী করবে?

'মা, মা।' খসখসে গলায় কেউ কথা বলে উঠল ঘরের মধ্যে। চমকে উঠে পারিসা চারদিকে তাকালো। না, কেউ নেই।

'মা, আমি।' আবার শব্দ করল ওটা। এবার পারিসা চিনে ফেলল তাকে। কিউ। কিন্তু কোথায় সে?

'কী?' ফিসফিস করে বলল সে।

'লোকটা তোমাকে মেরে ফেলবে।'

'কে?'

'তুমি তার কারসাজি জেনে গেছো তাই।'

'কী কারসাজি?'

'সমাধানটা সে বের করেনি তুমি জানো।'

'হ্যাঁ, এটা জানি। কিন্তু কীভাবে পেল সেটা জানি না।'

'লি নয়, সে-ই চোর। চুরি করেছে লির সমাধান।'

'কিন্তু কীভাবে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কিউ। তারপর বলল, 'আমাকে ব্যবহার করে।'

'কীভাবে?'

'আমি সাধারণ নই। বিটা পারটিকল ইনডিউসড রেডিয়েশনে জটিল শারিরীক পরিবর্তনের সঙ্গে আরো অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে আমার। আমার অদ্ভুত সব ক্ষমতা আছে।'

'কেমন?'

'আমি অন্যের মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পারি। হুবহু তুলে আনতে পারি তার ভাবনাগুলো।'

'বলো কী?' পারিসা চমকে উঠল।

'এই যে এখন তোমার সঙ্গে কথা বলছি। তোমার মস্তিষ্কের ভেতর বসে। তুমি বুঝতে পারছো না?'

BanglaBook.org

'পারছি।'

'জিদান আমার এই ক্ষমতাটাকে কাজে লাগিয়েছে। আরো তিন-তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আবিস্কার চুরি করেছে সে। আস্তে আস্তে তা প্রকাশ পাবে।'

'কিন্তু তুমি ওকে সাহায্য করো কেন?'

'সে আমাকে বাধ্য করে। আমি শারিরীকভাবে দুর্বল। অক্ষম। সে আমাকে না খাইয়ে রাখে। কষ্ট দেয়।'

'না খাইয়ে রাখে?' পারিসার চোখে পানি চলে এল।

'ইলেকট্রিক শক দেয়। গরম পানি ঢেলে দেয় শরীরে।'

'ওহ্ থামো। চুপ করো। আমি বিশ্বাস করি না।'

'তুমি খুব সরল। খুব ভালো।'

পারিসা কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে। জিদান। ওর ভালোবাসার পুরুষ। অনাবিল আস্থা আর মমতা নিয়ে সে তার হাত ধরেছিল।

'তোমাকে সে খুন করবে।' আবার কথা বলে উঠল কিউ।

'না, করবে না। যত খারাপই হোক, সে আমাকে পাগলের মতো ভালবাসে। আমি জানি।' পারিসার কণ্ঠ দৃঢ় শোনায়। কিউ বিচ্ছিরি ভঙ্গিতে খলখল করে হাসল।

'তুমি ভুলে গেছো। আমি মানুষের মনের কথা জানি। জিদান তোমাকে খুন করার পরিকল্পনা আঁটছে। তুমি পালাও মা।'

'কোথায় পালাব?

'যেখানেই পারো, পালাও। এ বাড়িতে থেকো না। দেশ ছেড়ে চলে যাও। অনেক দূরে কোথাও চলে যাও।'

একটা আতঙ্কের স্রোত নেমে গেল পারিসার শিরদাঁড়া বেয়ে। হঠাৎ অপরিসীম মৃত্যুভয় গ্রাস করল তাকে। সে উঠে দাঁড়ালো। সিঁড়িতে কার পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। জিদান।

'পালাও, পালাও মা। শিগগির।'

পারিসা পেছনের দরজা খুলে করিডোরে চলে এল। রান্নাঘরের পেছন দিকে একটা ছোট সিঁড়ি আছে। সে ছুটে গেল ওদিকে। খেলনা ঘরের দরজায় ততক্ষণে শব্দ হচ্ছে। সঙ্গে জিদানের কণ্ঠ। 'পারিসা। পারিসা। দরজা খোলো।'

সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নামতে গিয়ে দুবার পা হড়কে গেল পারিসার। ভয়ে তার শরীর কাঁপছে। সিঁড়িটা গিয়ে শেষ হয়েছে বাড়ির পেছনের সবজি বাগানে। বাগানে পা রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। বাগানের ওপাশে কাঠের বেড়া, বেড়াটা টপকাতে পারলেই রাস্তা। রাত গভীর হয়ে আসছে। রাস্তায় মানুষজন নেই।

'রাস্তায় নেমে সোজা উত্তর দিকে চলে যেও। কয়েকশ গজ দূরেই পুলিশ স্ট্যান্ড। ওখানে গিয়ে রাতটা আশ্রয় চাও।'

BanglaBook.org

অনেকক্ষণ পর কিউয়ের গলা শুনতে পেয়ে হঠাৎ থেমে গেল পারিসা। কিউ। সে কিউকে ঐ হিংস্র লোকটার কাছে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে? পারিসার মনে পড়ল অদ্ভুত ক্ষমতাটা কাজে লাগিয়ে অন্যের সমাধান চুরি করতে কত কষ্ট হচ্ছিল বাচ্চাটার। নিজের ওপর ধিক্কার এল তার। সে ঘুরে বাড়ির সামনের দরজায় চলে এল।

'কী করছো মা, যাও। অবুঝ হয়ো না।'

পারিসা চাবি বের করে দরজার লক খুলল।

'প্লিজ মা। তুমি চলে যাও। ভেতরে ঢুকলে আর বেরোতে পারবে না। মারা পড়বে। আমার কথা ভেবো না।'

কিউ প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। পারিসা বসার ঘর, খাবার ঘর পেরিয়ে স্টাডি রুমের সামনে এসে দাঁড়ালো। এক ধাক্কায় খুলে ফেলল দরজাটা। বীভৎস কিলবিলে প্রাণীটা অসহায়ের মতো মেঝেতে পড়ে আছে। তার গোল গোল চোখ বেয়ে পানি ঝরছে।

পারিসা ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলো। বুকের কাছে জড়িয়ে ধরল প্রাণীটাকে। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'চলো বাবা, এবার যাই।'

- সমাপ্ত -

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org